786/92

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

Vol-4, Isue No 1, February 2008

৪র্থ বর্ষ ❖ প্রথম সংখ্যা ❖ হাদিয়া ১২টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

SUNNI JAGAT

সুন্নী জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল
কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন
চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ
সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ
রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সারপরাস্ত

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান
বেরলবী–
মাদ্দাজিল্লাহুল আলী
বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

কালামে রাজা

আরশে হাক্বহ্যায় মাসনাদে রিফ্‌আত রাসুলুল্লাহ কী
দেখনী হ্যায় হাশর মে ইজ্জাত রাসুলুল্লাহ কী

ক্বরমে লাহরায়েঙ্গে তা হাশর্ চাশমে নূর কে
জাল ওয়া ফারমা হোগী যাব ত্বালআত রাসুলুল্লাকী।

লা অবব্বিল আরশ জিসকো যো মিলা উন্‌সে মিলা
বাটতি হ্যায় কাউনাইন মে নেয়ামাত রাসুলুল্লাহ কী

সুরাজ উলটে পাঁয়্যু পাল্টে চাঁদ ইশারে সে হো চাক
আন্ধে নাজদী দেখলে কুদরাত রাসুলুল্লাহ কী।

তুঝসে আউর জান্নাতসে কিয়া মাতলাব ওহাবীদু হো
হাম রাসুলুল্লাহ কে জান্নাত রাসুলুল্লাহ কী।

হাম ভিখারী ও কারীম উনকা খোদা উনসে ফুজোঁ
আউর না কহনা নেহী আদাত রাসুলুল্লাহ কী।

আয়ে রাজা খোদ সাহেবে কুরআঁ হ্যায় মাদ্দাহে হুজুর
তুঝসে কাব্ মুমকিন হ্যায় ফির মিদহাত রাসুলুল্লাহকী

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ"

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা

সফর ১৪২৯ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৮, ফাল্গুন ১৪১৪

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ-

সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

সহ-সভাপতি ঃ-

হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী ও

মাওঃ হাশিম রেজা নূরী

প্রধান সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

সহ-সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

সম্পাদক ঃ-

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

কোষাধাক্ষ্য ঃ-

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ-

মুফতী মোঃ তোফাইল হোসাইন, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ, মাওঃ মোঃ শফীকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ মালিক রেজবী, মাওঃ আব্দুল জাব্বার আশরাফী, মাষ্টার আশিকুর রহমান,মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম মুফতী নিয়াজ আহমদ

সুচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন ----------৩

হাদীসে রাসুল----------৪

বে-মেসল বাশার---------- -----৭

চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ-------২২

রাসুল প্রেমই খোদা

পাওয়ার পূর্ব শর্ত----------২৫

তাকবিয়াতুল ইমানের লেখক মৌলবী

ইসমাইল দেহলবী শহীদ নন।--------২৬

সালাম----------২৭

চালাকির ফল----------২৯

কবিতাবলী----------৩১

বাদশাহ আলমগীর----------৩৪

কয়েকটি জরুরী মাসায়েল----------৩৮

জানা অজানা----------৪৩

স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী ৪৪

খবরা খবর----------৪৭

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব

সাং-দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ-ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

(০৩৪৮৩) ২৫৯১৫৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম
ওয়াসস্বালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিহিল কারীম

মানব আদর্শ

আল্লাহ বিশ্ব স্রষ্টা। সৃষ্টির সেরা মানুষ। সেরা সে তার জ্ঞানে, চরিত্রে, মনুষত্বে। চরিত্রহীন, মনুষত্বহীন মানুষ পশু সমান। মানব আকৃতিতে বিভিন্ন চরিত্রের জন্তু। মনুষত্বের আদর্শ নমুনা, নবী রাসুল মহাপুরুষ। তাঁদের শিক্ষায় সাহচর্যে মানুষ উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষে। কিন্তু তাদের জীবন চরিত্র আদর্শ চিরন্তন যুগতীর্ণ নয়। সে কারণে যুগতীর্ণ সম্পূর্ণ সর্বকলের সর্ব যুগের সর্ব স্তরের মানুষের, চরিত্রের, আদর্শের, মনুষত্বের নমুনা আদর্শ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাঁর রাসুল হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ তাঁদের গ্রন্থে করেছেন তাঁরই গুনকীর্তণ। বেদে তিনি "নরাসংশ" (প্রশংসিত) তাওরাতে "ফারানের জ্যোতি" (মক্কার জ্যোতি) ইঞ্জিলে Paraclete (শান্তি দাতা) বৌদ্ধ গ্রন্থে "মৈত্রেয়" (শান্তির দূত), পবিত্র কোরআনে "মহম্মদ" (প্রশংসিত), "আহম্মদ" অধিক প্রশংসাকারী; "রহমতুল্লিল আলামীন" (বিশ্বের রহমত বা দয়া) "উসত্তয়াতুল হাসানা" (উত্তম নমুনা)

পৃথিবী আজ শিক্ষায় বিজ্ঞানে উন্নত হতে উন্নততর হয়েছে। বিজ্ঞানের আশির্বাদে পৃথিবী আজ অতি নিকটে, যাতায়াতে খবরে কুশল বিনিময়ে। অপর দিকে ভয়ে, আতঙ্কে, কম্পিত চিন্তিত। কখন তার জীবন, চরিত্র, শান্তি বিঘ্নিত আক্রান্ত হয়।

মানুষ আজ শিক্ষিত হচ্ছে, বিজ্ঞানে উন্নতী করছে কিন্তু মনুষ্য আদর্শহীন হয়ে পশুত্ব বরনের দৌড়ে অংশ গ্রহণ করছে। ইহা মনুষত্বের অধঃপতন। তাই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে দূরারোগ্য ব্যাধি, বিভিন্ন সমস্যায় মনুষ্য জীবন জর্জরিত। আদর্শহীন লক্ষহীন হয়ে ডুবন্ত মানুষের অক্সিজেন অনুসন্ধান।

মানুষ পশু নয়, পশুত্ব তার আদর্শ লক্ষ্য নয়। বনে পশু সুন্দর মনুষত্বে মানুষ সুন্দর। উত্তম আদর্শ গ্রহণে মানুষ হয় ধন্য বরেণ্য। তখনই সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ না হলে অধম, নিকৃষ্ট।

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহর অণুসরনই উত্তম"
(আল কোরআন, সূরা আহযাব, আয়াত-২১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন
কানজুল ঈমান
কৃতঃ- আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা
বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ-
"খাজাইনুল ইরফান"
কৃতঃ-সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ-আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ-প্রফেসার শাহ্ ফরিদুল হক

ত্রিশ পারা
সূরা কাউসার

সুরা কাউসার	১ রুকু	আয়াত ৩

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১). হে মাহবুব ! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুনাবলী দান করেছি (ক)
(1) O beloved ! undoubtdle, We have bestowed you abundance of good.
(২) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ুন (খ) এবং কোরবানী করুন। (গ)
(2) There-for offer prayer for your Lord, and do the sacrifice.
(৩) নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল কল্যান থেকে বঞ্চিত। (ঘ)
(3) Undoubtedly, one who is your enemy, he is cutoff from every good.

সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা কাউসার- অধিকাংশ মুফাসসীরগনের মতে মাদানী। এতে একটি রুকু, তিনটি আয়াত, দশটি পদ এবং বিয়াল্লিশটি বর্ণ রয়েছে। টিকা (ক) রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অসংখ্য ফজিলত দান করে সৃষ্টি কুলের উপর সর্বোত্তম করেছেন। বাহ্যিক সোন্দর্য ও দিয়েছেন অভ্যান্তরীন সোন্দর্য ও, উচ্চ বংশ মর্যাদাও, নবুয়ত ও, কিতাব ও, প্রজ্ঞাও, শাফায়াতও, হাউজে কাউসারও, মাক্কামে মাহমুদও, উম্মতে প্রাচুর্য্যও, ধর্মের শত্রুদের উপর বিজয়ও, আর অগণিত নিয়ামত এবং ফজিলত ও প্রদান করেছেন যেগুলোর অন্ত নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

টিকা (খ) যিনি আপনাকে সম্মান আভিজাত্য দিয়েছেন

টিকা (গ) তার জন্য, তার নামে, মুর্ত্তি পুজারীতের বিপরীত যারা মুর্ত্তি গুলোর নামে জবেহ করে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এক অভিমত এটাও রয়েছে যে নামাজ দ্বারা ঈদের নামাজ বোঝানো হয়েছে।

টিকা (ঘ) কিন্তু আপনি নন। কেননা আপনার পরম্পরা (সিলসিলাহ) কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আপনার আউলাদ বৃদ্ধি পাবে। আর আপনার অনুসারী দ্বারা দুনিয়া পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আপনার সুনাম মিম্বর গুলোর উপর সমুন্নত হবে। কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ কারী বক্তা ও আলিম আল্লাহ তায়ালার স্মরণের সাথে আপনার স্মরণ করতে থাকবে। (পক্ষান্তরে, নিশ্চিন্ত সব ধরনের কল্যান থেকে বঞ্চিত থাকবে আপনার দুষমণই।)

শানে নুযুল ঃ–যখন বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সন্তান হযরত কাসেম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ওফাত হয়, তখন কাফিরগণ তাঁকে "আবতার অর্থাৎ উত্তরসুরীবিহিন বলে আখ্যায়িত করলো এবং একথা বলল যে, এখন তাঁর কোন বংশ ধর রইল না, তাঁর পরে তাঁর আলোচনাও থাকবে না এবং এসব চর্চা শেষ হয়ে যাবে। এর খন্ডনে এই সম্মানিত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা এ সব কাফিরকে মিথ্যুক প্রমানিত করলেন এবং তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন।

হাদীসে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

(বাবুল ক্বিয়াম)

১) হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন– যখন বানু কোরায়য়া (ইহুদীগণ) হযরত সায়াদের নির্দেশ মান্য করার অঙ্গীকার করল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি তিনি নিকটেই ছিলেন তিনি গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মাসজিদের নিকটে আসলেন তখন রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আনসারদের বললেন–তোমাদের সর্দার এর নিকট উঠে যাও।

(বোখারী, মুসলীম, ২য় খন্ড ৪২৭ পৃষ্ঠ্যা)

সংক্ষিপ্ত তফসীর ঃ– ক্বিয়াম অর্থ দাঁড়ান। এখানে দাঁড়ান মানে কারো সম্মানে দাঁড়ান বা খাড়া হওয়া। কারো সম্মানে দাঁড়ান জায়েজ আবার কারো সম্মানে দাঁড়ান নিষেধ। কোন ফাসেক দুনিয়াদার ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ান নিষেধ। কিন্তু নবীপাকের সম্মানে, কোন বোজর্গানে দ্বীনের সম্মানে, উসতাদ বা সম্মানীত ব্যক্তিদের সম্মানে দাঁড়ান জায়েজ এবং মুসতাহাব।

এখানে মাসজিদ অর্থে মদিনার মাসজিদ নয়। যে স্থানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সে সময় অবস্থান করে নামাজ আদায় করছিলেন সেই স্থানকে বোঝান হয়েছে।

উক্ত হাদীস পাকে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে দুটো হুকুম দিয়েছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১ম–হযরত সায়াদএর সম্মানে দাঁড়াতে। ২য়–তাঁর অভ্যার্থনা করার জন্য অগ্রসর হয়ে নিয়ে আসতে। কোন সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই দুটো কাজ অর্তাৎ সম্মানে দাঁড়ান এবং ইসতেকাবাল করা জায়েজ বরং সাহাবাগণের সুন্নাত বরং নবীপাকের (কাওলী) সুন্নাত। অনেকে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অসুস্থতার কারনে দাঁড়াতে হুকুম করেছিলেন বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ইহা ভুল, কেননা অসুস্থতার কারনে হুকুম করলে এক বা দুইজনকে করতেন কিন্ত সকল আনসারদের দাঁড়ানো হুকুম দিতেন না। জোমহুর উলামাগণ এই হাদীস অনুসারে বলেছেন যে বোজর্গানের জন্য সম্মানে কেয়াম করা মুস্তাহাব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আকরামা ইবনে আবু জাহল এবং আদী বিন হাতিম এর আগমনে সম্মানে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। মা ফাতেমা জহুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার আগমনে দ্বীনের নবী দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত ফাতেমা জোহুরা ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে তাজীমি কেয়াম করতেন। সাহাবায়ে কেরামগণও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাম্মানে বহুবার তাজীমী ক্বেয়াম করেছেন। (–মেরকত, আশয়াতুল লোমাত, মিরাতুল মানাজিহ ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠ্যা)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় "নুজহাতুল কারী" শারাহ বোখারী বর্ণনা করেছেন– "কুমু ইলা সাইয়েদেকুম" এ সম্মোধন বিশেষ করে আনসারদের জন্য অথবা উপস্থিত সমস্ত সাহাবাগণকে। সম্ভবতঃ আনসার এবং উপস্থিত সকলের জন্য এই সম্মোধন। প্রকাশ্যে এই সম্মোধন সম্মনীত আনসারদের জন্য ছিল কেননা হযরত সায়াদ আনসারদের সর্দার ছিলেন।

এই হাদীসের এই বাক্য হতে ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলীম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নববী নবী প্রমান করেছেন কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির সম্মানে ক্বেয়াম করা বৈধ (জায়েজ) । ইহাতে অনেক লোক বিরোধীতা করে বলে যে হযরত সায়াদের জন্য এই দাঁড়ান বা ক্বেয়াম তার সম্মানের জন্য নয় বরং তিনি জখমী এবং কমজোর ছিলেন তাই সাওয়াবী হতে নামাবার জন্য ছিল। যদি তাঁর সম্মানের জন্য এই ক্বিয়াম হত তবে হুকুম হত কুমুলি সাইয়েদেকুম।

কিন্তু আল্লামা ত্বায়বী ইহাতে সহমত না হয়ে বলেছেন যে এই জায়গায় ইলা এবং লাম এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বরং লাম এর জায়গায় ইলা ব্যবহারে বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এই ক্বিয়াম সম্মানের জন্য ছিল।

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন–কারো সম্মানে ক্বিয়াম জায়েজ যেমন আনসারগণ হযরত সায়াদের জন্য ক্বিয়াম এবং হযরত ত্বালহা হযরত কায়াব বিন মালিক এর জন্য করেছেন। কোন কোন হাদীসে ক্বিয়াম নিষেধ করা হয়েছে তার ক্ষেত্র আলাদা যেমন আজমীগণ বাদশাহ এর দরবারে দাঁড়িয়ে থাকে আর বাদশাহ সিংহাসনে উপবেশন করে থাকে। দ্বিতীয় হাদীসে, যে ব্যক্তি মনে করে যে মানুষেরা তার জন্য মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাক তার স্থান জাহান্নাম। এই সব স্থলে দাঁড়ান নিষেধ। মেশকাত শরীফ ৪০৩ পৃঃ হাদীস বর্ণনা করে ৪নং হাসিয়ায় বলেছেন–ইহা তাঁর তাজীমের জন্য ছিল অর্থাৎ হযরত সায়াদ এর তাজিমের জন্য ছিল এই ক্বিয়ামের নির্দেশ।

২) হযরত মোয়াবিয়াহ হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি চায় যে মানুষ তার জন্য হাত বেঁধে দাঁড়াক তবে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে।

(তিরমিজি, আবু দাউদ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হাদীসে ক্বিয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি কেউ ইচ্ছা করে যে লোক তার জন্য, তার সম্মানে দাঁড়াক, তবে তার জন্য এই রকম দাঁড়ানো নিষেধ, অথবা নেতা বসে থাকবে অধিনস্থগণ তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই কর্ম অহংকার প্রদর্শনের জন্য সুতরাং এই রকম দাঁড়ান নিষেধ। তবে উস্তাদের সম্মানে দাঁড়ান মোসতাহাব। এই রকমই হাকিমের সম্মানে দাঁড়ান দোষনীয় নয়। এ রকম তাজীম পছন্দ করা বা ইচ্ছা বা হুকুম করা জাহান্নামী হওয়ার কারণ কেননা অহংকার জাহান্নামের রাস্তা।

৩) হযরত আবু উমামাহ বর্ণনা করেছেন যে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লাঠিতে ভর করে আসলেন, আমরা খাড়া হয়ে গেলাম, তখন তিনি বললেন যেমন আজমীগণ খাড়া হয় সে রকম হইওনা তারা একজন অন্য জনের সম্মান করে। (আবু দাউদ)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ-

এখানে জানা যাচ্ছে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে তোমাদের দাঁড়ান সঠিক কিন্তু আজমীদের মত খাড়া হইও না কেননা তাদের নেতা বসে থাকে আর খাদেমগন দাঁড়িয়ে থাকে। বরং তাদের নেতাও চাই যে তার সম্মানে সকলে দাঁড়িয়ে থাক। এই রকম কেয়াম করা নিষেধ। ইহাই বোঝানোর জন্য তিনি ইহা প্রকাশ করেন।

৪) হযরত আবু হোরায়রাহ বর্ণনা করেন-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের সঙ্গে মাসজিদে বসতেন, কথোপকথন করতেন তারপর যখন খাঁড়া হতেন আমরা খাঁড়া হয়ে যেতাম যতক্ষণ না দেখতাম তিনি তাঁর বিবিদের মধ্যে কারো ঘরে প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ)

সাহাবা কেরামগণের এ ক্বেয়াম হুজুরের তাজীমের জন্য। ইহা নিঃসন্দেহে খারাপ বা দোষনীয় যে সম্মনীয় বোজর্গ দাঁড়িয়ে থাকবেন আর অনুসারীগণ বসে অথবা শুয়ে থাকবে। ইহাতে পরিস্কার ভাবে জানা যায় যে সম্মানীত ব্যক্তির চলে যাওয়ার সময় সম্মানে তাজীমী ক্বেরাম সুন্নাত।

ইহা সাহাবায়ে কেরামগণের চরম তাজীম যে যতক্ষণ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টির আড়াল না হতেন ততক্ষণ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (মিরাতুল মানাজিহ ৩৭৬ পৃষ্ঠ্যা)

৫) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন-আমি কাউকে দেখিনাই রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, আকৃতি, অন্য বর্ণনায় কথাতে বাক্যে হুবাহু ফাতেমা জহুরার মত ছিলেন। তিনি যখন নবীপাকের নিকট আসতেন নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর হস্ত ধারণ করে চুমা দিতেন এবং তাঁর মজলিসে বসিয়ে দিতেন। আবার যখন নবীপাক তাঁর নিকট যেতেন তিনিও খাড়া হয়ে যেতেন তাঁর হস্ত ধারণ করে চুমা দিতেন তাঁর জায়গায় বসিয়ে নিতেন। (মেশকাত, আবু দাউদ)

হযরত ফাতেমা জহুরার জন্য হুজুরের খাড়া হওয়া সম্মানের জন্য নয় কেননা সম্মান বড়দের জন্য হয় ইহা তাঁর খুশি প্রকাশের জন্য এই রকম ঈশা দেওয়াও মহব্বত বা ভালবাসার জন্য কেননা তিনি মা ফাতেমাকে প্রাণাধিক মহববত করতেন।

এবং খাতুনে জান্নাতের ক্বেয়াম হুজুরের তাজীমের জন্য ছিল সুতরাং সম্মানের জন্য ক্বেয়াম মা ফাতেমার সুন্নাত। আর খুশির জন্য কেয়াম সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

(মিরাতুল মানাজিহ ৩৬৬ পৃষ্ঠ্যা)

সুতরাং আসুন নবীপাকের সম্মানে দাঁড়িয়ে সালামপড়ি-ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবীব সালাম আলায়কা, স্বালাওয়াতুল্লা আলায়কা ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

বে- মেছাল বাশার

মো: বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(পূর্ব সংখ্যায় গায়েবের সংবাদ নবীর গায়েবী জ্ঞানের বাস্তব নমুনা দর্শন করেছি। বর্তমান সংখ্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিস্কৃত নতুন নতুন বিষয়া বলীর তথ্য ও ভবিষ্যত বার্তার গায়েবী জ্ঞানের পরিচয় লাভ করব।)

পবিত্র কোরআনের আয়াত ও হাদীসপাকের আলোচনায় আমরা প্রমান পেয়েছি যে নুর নবী মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সমস্ত জ্ঞান তথা গায়েবের জ্ঞান ও প্রদান করেছেন। ইহাও প্রমান পেয়েছি যে তিনি পঞ্চ গায়েবও প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তা প্রয়োজনে ব্যক্তও করেছেন। আমরা আরও জেনেছি যে সৃষ্টির আদি হতে সকল কিছু তিনি দর্শন করেছেন এবং সকল ঘটনা সম্পর্কে তিনি অবগত ও আছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম গণের সম্মুখে বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতীত ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে "আলাম তারা...." অর্থাৎ আপনিকি দেখেন নাই ? সম্বোধন করে আল্লাহপাক জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর হাবীব নবী অতীতের সমস্ত কিছু দর্শন করেছেন এবং সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলী তথা কিয়ামত পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কিয়ামতের নিদর্শন, কিয়ামতের দিন, কিয়ামতের পরের ঘটনা, মরনের অবস্থা, মরনের পরে কবর, হাশর, বিচার বেহেস্ত দোযখে যাওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, ইহা সমস্তই গায়েব। আজ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যত বানীর বর্ণনা স্বচক্ষে দর্শন করছি। তবে কেউ ইচ্ছাকৃত অন্ধ সাজলে তাকে দেখায় কে ? দুষমন ও হিংস্রকের নিকট সত্য দৃষ্টি গোচর হয় না হলেও না দেখার ভান করে অন্ধ সাজে ত্রুটি অনু সন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৫৩ পৃষ্ঠ্যা, মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩৯০ পৃষ্ঠ্যা, আবু দাউদ শরীফ ২য় খন্ড ১২৬ পৃষ্ঠ্যা হযরত হোজাইফা বিন ইয়ামান হতে বর্ণিত যে, এক বার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খোতবা দিলেন এবং তাতে কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত হওয়ার কোন জিনিস পরিত্যাগ না করে সমস্ত বর্ণনা করলেন যে ব্যক্তি মনে রাখল সে রাখল আর যে ভুলে গেল সে ভুলে গেল।

মাসনাদে ইমাম আহমদ ৫ম খন্ড ১৫৩ পৃষ্ঠ্যা হযরত আবু জার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে নিঃসন্দেহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঐ অবস্থায় রেখে গেছেন যে কোন পাখি নিজ ডানায় ভর করে আকাশে উড়ে তার কথাও বলতে বাকি রাখেন নাই।

তিনি দুনিয়া হতে পরদা নেবার পর হতে আজ পর্যন্ত তাঁর গায়েবী সংবাদ সত্যে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল বর্তমান সময়ে বহু বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদি আবিস্কৃত হয়েছে ইহার সমন্ধে তিনি কোন সংবাদ দিয়েছেন কিনা ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত নায়িম বিন হেমাদ তাঁর বিখ্যাত কেতাব "আল ফাতান" এর মধ্যে সামারাহ বিন জানদাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ রেজার এবং তিবারানী কাবীরের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কিয়ামত সংগঠিত হবার পূর্বে তোমরা আশ্চর্য আশ্চর্য বড় রকমের দ্রব্য দর্শন করবে যা তোমরা কখনও দেখেছ না কখনও কর্ণে শুনেছ।

বর্তমানে আমরা যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য জিনিস দর্শন করছে যার ধারণা বা নমুনা ১৪০০ বৎসর পূর্বে মানুষের জ্ঞানের বাইরে ছিল সেই সকল মানুষদের আল্লার নবী ভবিষ্যতে আবিস্কৃত হওয়ার দ্রব্যাদি সমন্ধে ভবিষ্যত বানী করেছেন।

মাসনাদে ইমাম আহমদ ৫ম খন্ড ১৬ পৃষ্ঠ্যা, সামারাহ বিন জানদাব বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "এবং এ রকম সময় হবে তোমরা ঐ সকল দ্রব্য দেখবে যার ব্যবহার ও সম্মান তোমাদের নিকট অত্যধিক হবে এবং তোমার পরস্পর এ কথা বলবে যে নবী কারীম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি ইহার সমন্ধে কিছু বলেছেন" ?

অর্থাৎ ভবিষ্যতের আবিস্কৃত দ্রব্যাদির সমন্ধে যেমন জ্ঞাত করাচ্ছেন সেরকমই মানুষের বর্তমান সময়ের প্রশ্ন সমন্ধেও ভবিষ্যত বার্তা জানাচ্ছেন।

রেলগাড়ী, বাস, ট্রাক প্রভৃতি স্থল যান সম্পর্কে

পবিত্র কোরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৪০,৪১–

"ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে তাদের পূর্ব পুরুষদের বোঝাই জলযানে আরহোন করিয়ে ছিলাম এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করবে।"

অর্থাৎ নৌকা যেমন মানুষ এবং মালপত্র বহন করে ঐ রকমই স্থল যান তৈরী হবে যাতে মানুষ মালপত্র সহ যাতায়াত করতে পারবে।

সূরা নহল, আয়াত ৮– "এবং ঘোড়া খচ্চর এবং গাধা যাতে সেগুলোর উপর তোমরা আরোহন করো এবং তোমাদের শোভার জন্য। এবং তিনি (এমন অনেক কিছু) সৃষ্টি করবেন যে সমন্ধে তোমরা অবগত নও।"

তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন – এর মধ্যে ঐ সব বস্তুও এসে গেছে যে গুলো মানুষের উপকার সুখ, আরাম, ও সাচ্ছন্দের কাজে আসে এবং তখনও পর্যন্ত মওজুদ হয় নি ; তা সৃষ্টি হবে। যেমন বাষ্পচালিত জাহাজ, রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, উড়োজাহাজ, বিদ্যুত শক্তি চালিত যন্ত্রপাতি, বাষ্পীয় এবং বৈদ্যুতিক মেশিন সমূহ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংবাদ পৌছানের যন্ত্রাদি ও শব্দ প্রচারণ সামগ্রী এবং আল্লাহ জানেন এতব্যতিত আরো কত কিছু সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে।

তাফসীরে জিয়াউল কোরআন, পীর মহম্মদ করম শাহ আজহারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– তোমাদের স্থায়ীত্বের জন্য, তোমাদের আরাম এবং সুশোভনের জন্য আল্লাহ তায়ালা অগণিত জিনিষ সৃষ্টি করেছেন যাদের মধ্যে অনেক কিছু তোমরা জানো আবার অনেক জিনিষ তোমাদের অজানা আছে। অনেক জিনিষের তোমরা নাম ও জানো না। তারা আল্লাহর হুকুমে রাত্রি ও দিন তোমাদের খেদমতে রতআছে। এই আয়াতে ঐ সমস্ত বিষযের ও সৃষ্টি সমন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে যা কোরআন

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবর্তীর্ণ হবার সময় পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই, পরে আবিস্কৃত হয়েছে বা কিয়ামত পর্যন্ত আবিস্কৃত হবে। ইহা সমস্ত আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। যত রকম মোটরগাড়ী, বাষ্পীয় যান, জলযান, উড়ো জাহাজ, রকেট প্রভৃতি আল্লাহপাক জানেন আরও কত কিছু প্রকাশিত হবে। এই সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহপাকের রহমত ও করুনার বহিঃপ্রকাশ।

মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠ্যা, হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে (কিয়ামতের নিদর্শন বর্ণনা করতে বলেছেন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"উট পরিত্যাক্ত হবে তার উপর সওয়ার হয়ে মানুষ যাতায়াত করবে না।"

নবীপাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বাহ্যিক সময় কালে মানুষের যাতায়াত উট ঘোড়া, খচ্চর এবং জলযান এর ব্যবহার ছিল। বর্তমানে যে সমস্ত যানবাহনের ব্যবহার প্রচলন হয়েছে সে সময় সেগুলো মানুষের কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না। পবিত্র কোরআন ও হাদীসপাকে বর্তমান সময়ের আধুনিক যানবাহনের কথা জানিয়েছেন যে জলপথে মানুষ যেমন নৌকায় মালপত্র বোঝাই করে যাতায়াত করে সে রকমই স্থলপথে ঐ রকম যানবাহন তৈরী হবে যার উপর মালপত্র বোঝাই করে নিজেরাও যাতায়াত করতে পারবে। যেমন রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, ট্রাক, উড়ো জাহাজ প্রভৃতি। সুতরাং যাতায়াতের জন্য উট বা ঘোড়ার প্রয়োজনই থাকবে না।

আজ আমরা আধুনিক মানের যানবাহন প্রাপ্ত হয়েছি যাতে আরোহণ করে অল্প সময়ে দূর দুরান্তে যাতায়াত করতে পারছি যার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআন এবং নবীপাকের পবিত্র হাদীস পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

ঈমান ধংসকারী দাজ্জাল সমন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে সে সমগ্র পৃথিবী ৪০ দিনে ঘুরবে। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করেন– ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সে পৃথিবীতে কিভাবে এত দ্রুত চলবে ? তিনি বলেন– মেঘের মত যেমন হাওয়া ধোকা দেয়। (মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠ্যা)

ইহা ছাড়া হাদীসপাকে আরও বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবি মুসা আশয়ারী হতে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বে সময় নিকটবর্ত্তি হয়ে যাবে, পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং একজন অন্য জনের সঙ্গে মিলিত হবে।

(তিবরানী, কাবীর)

বোখার শরীফ ২য় খন্ড ১০৪৬ পৃষ্ঠ্যা হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সময় এক অন্যের নিকটবর্তি হয়ে যাবে, জ্ঞান কম হয়ে যাবে, অন্য বর্ণনায় আমল কম হয়ে যাবে এবং ফেতনা ফাসাদও শুকুর বৃদ্ধি পাবে।

অর্থাৎ এক মাস বা এক বৎসর বা তারও বেশী সময়ের রাস্তা অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে। পৃথিবী নিকটে হয়ে যাবে। ইহা বর্তমান সময়ের দ্রুতগামী যানবাহনের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আজ আমরা ছয় মাসের রাস্তা উড়োজাহাজে ৪/৫ ঘন্টায় পৌছতে পারছি। পৃথিবী আজ আমাদের নিকটে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসনাদে আহমদ ২য় খন্ড ৩৭০ পৃষ্ঠ্যা, হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বে ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, মিথ্যা অতিরিক্ত হয়ে যাবে, ব্যাবসা বানিজ্য বাজার এবং সময় এক অন্যের নিকটবর্ত্তি হয়ে যাবে।"

হযরত আবু হোরায়রাহ হতে উক্ত পৃষ্ঠ্যায় ২য় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"কিয়ামত সংঘঠিত হবে না যতক্ষণ আরবের মাটি দ্বিতীয়বার চারণ ক্ষেত্র এবং নদী নালা না হয়। ইরাকও মক্কা যাতায়াতের রাস্তায় রাস্তা ভুল হওয়া ছাড়া কোন ভয় ভীতি থাকবে না।"

আমরা অবগত আছি মক্কা হতে ইরাক যাতায়াতের রাস্তা দূর্গম এবং কষ্ট দায়ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাস্তা তৈরী হওয়ায় উন্নতমানের যানবাহন বাস, ট্যাক্সি, উড়োজাহাজ আবিস্কৃত হওয়ায় আর কোন অসুবিধা নাই। এই উন্নতমানের যানবাহনের ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

মাসনাদে ফেরদাউস এ আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষন না মানুয় আরামের জন্য মদিনা হতে শামের দিকে যাতাযাত করবে।"

অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তনের সুবিধা অসুবিধা এক স্থান হতে অন্য স্থানে আরামের জন্য যাতায়াত করবে কেননা তখন যাতায়াতের কোন অসুবিধা থাকবে না।

মাসনাদে আহমদ এ আব্দুল্লাহ বিন আমরুল আস বলেছেন যে তিনি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছেন– "আমার শেষ উম্মতের মধ্যে এ রকম লোক হবে যারা উটের পিঠের হাওদার মত যানবাহনের গদিতে আরোহন করে মসজিদের দরজার নিকট পৌছিবে।"

এখানে বিভিন্ন আকৃতির গাড়ী যেমন অ্যাম্বাসাডার, মারুতী, টাটা সুমো প্রভৃতি রকমের গাড়ীতে আরোহন করে বাড়ী হতে বা কর্ম ক্ষেত্র হতে মাসজিদে উপস্থিত হবে। যা বর্তমানে আমরা এ অবস্থায় আরোহন করে যাতায়াত করতে দেখতে পাচ্ছি। গায়েবের সংবাদদাতা নবী তাঁর ভবিষ্যতের সংবাদ সেই সময়ের মানুষকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং আধুনিক যুগের সংবাদ জ্ঞাত করিয়েছেন।

মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৪০১ পৃষ্ঠ্যা, নোয়াস বিন সামওয়ান বর্ণনা করেন– আমরা দাজ্জালের সমগ্র পৃথিবীতে অল্প সময়ে ভ্রমনের সমন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম–ইয়া রাসুলুল্লাহ, সে কোন গতিতে চলবে। তিনি বললেন– ঐ মেঘের মত যাকে বাতাস পিছনে ধাক্কা দেয়।"

বর্তমানে উড়ো জাহাজ এ রকমই গতিতে চলে আবার যখন অবতরণ করে তখন ধোঁয়া ছাড়ে যা মেঘের মত মনে হয়। উড়োজাহাজ জেট বিমান বা রকেট যা দ্রুতগামী আসমানী যানবাহন সেই যুগে ইহারই এই রকম ভাবে ভবিষ্যত বাণী প্রদান করা হয়েছে।

তিবারানী কাবিরের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –" কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ বিনা শিংওয়ালা শিং ওয়ালাকে শিং না মারবে এবং নব যুবক বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাসেদ করে আসমানের দুই কিনারায় না পাঠাবে এবং ব্যবসায়িক ব্যক্তি আসমানের কিনারায় পৌছিবে কিন্তু কোন লাভ করতে পারবে না।"

এখানে আকাশে যাবার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আকাশে যাতায়াত তো ঘোড়া কিম্বা উটের সাহায্যে সম্ভব নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্তমান সময়ের উড়োজাহাজ রকেট বা উন্নত মানের আকাশ যান এর কথাই বলা হয়েছে। আজকাল আমেরিকা চাঁদে জমি বিক্রয়ের কথাও প্রচার করছে। ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে কত ফন্দি ফিকির করছে এই সবের সংবাদই গায়েবের সংবাদদাতা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের ১৪০০ বৎসর পূর্বেই জানিয়েছেন।

বোমা, বোমারু বিমান, এ্যাটোম বোম, হাইড্রোজেন বোম

সূরা আনআম, আয়াত ৬৫, পবিত্র কোরআন এর ফরমান–"আপনি বলুন, তিনি সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্থি প্রদান করতে তোমাদের উপর হতে এবং তোমাদের পায়ের নিচে হতে।"

এই আয়াত সমন্ধে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–"ইহা হবে, এখন পর্যন্ত ইহা সৃষ্টি হয় নাই।" (আহমদ)। এই আয়াত হতে প্রমানিত হয় যে উপর হতে আসমান হতে বিভিন্ন প্রকারের বোমা যা উপর হতে বোমারু বিমান হতে নিক্ষেপ করা হয় তার প্রতি ইশারা।

সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এ্যাটোমবোম বা হাইড্রোজেন বোম যা বর্তমানে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটা গোটা দেশকে মুহূর্তে ধংস করতে সক্ষম। যার সৃষ্টি সমন্ধে বলা হয়েছে ইহা আবিস্কৃত হবে। পায়ের নিচ হতে আজ টাইম বোমা, গুপ্ত ভাবে লুকায়িত বোমা যা চলতে ফিরতে মানুষকে ক্ষনিকেই ধংশ করছে।

মাসনাদে আহমদ ২য় খন্ড ২৬২ পৃষ্ঠ্যা, আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন "কিয়ামত সংগঠিত হবার পূর্বে এ রকম বর্ষন হবে যার কারণে তাবু ব্যাতিত বড় বড় দালান বাড়ী অবশিষ্ঠ থাকবে না।"

অর্থাৎ বর্ষণ যাতে বড় বড় বাড়ী ঘর ধংসে পরিণত হবে ইহা অবশ্যই বোমা বর্ষণ। যদি সেই বোমা কোন দালান বাড়ীতে পতিত হয় অথবা দালানের পার্শ্বে পতিত হয়। যেমন আমরা জাপানের হিরোসিমা, নাগাসাকি শহরে দেখেছি। তবে যারা তাবু বা মাটির সুড়ঙ্গে বাস করবে তারা রক্ষা পাবে। হাদীস পাকে বর্তমান সময়ের আধুনিক ধংসাত্বক বোমা সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে যা বর্তমানে আমাদের সামনে বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে।

পবিত্র কোরাআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ২৪, "অতঃপর ভূমি যখন শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার মালিকগণ মনে করে এ তাদের আয়ত্বধীন, তখন দিনে অথবা রাত্রে নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তা এমন ভাবে নির্মুল করে দিই যেন ইতি পূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না"।

এরকম অবস্থা বা ঘটনা আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হতে দেখতে পাচ্ছি। ইহা আধুনিক উন্মত্ত সভ্যতার ফল।

টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন ঃ–

পবিত্র কোরআন সূরা সাবা, আয়াত ৫৩ (শেষ অংশ) "তারা দূরবর্ত্তি স্থান হতে গায়েবকে (অজানা) ছুড়ে মারবে।"

অর্থাৎ এখানে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল প্রভৃতি মাধ্যমের কথা বলা হয়েছে যার সাহায্যে দূর দূরান্তের সংবাদ, চিত্র, অনুষ্ঠান অজানা অদেখা সংবাদ, দৃশ্য সমন্ধে মানুষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জ্ঞাত হবে দৃষ্টিপথে আসবে যা তার নিকট গায়েব ছিল। তাছাড়া আমরা পূর্বেই হাদীস পাকে দেখেছি পৃথিবী নিকটবর্ত্তি হয়ে যাবে, ইহা যাতায়াতে, সংবাদের আদান প্রদানে, বাড়ীতে বসেই দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে কথপকথনে, চাক্ষুষ দর্শনে যা আমরা বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকদের আবিস্কৃত বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত হচ্ছি তার প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

নেসায়ী শরীফ ২য় খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠা আমর বিন তাগলাব হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"কিয়ামতের নিশানীর মধ্যে এই যে ধণ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, জ্ঞান প্রকাশিত হবে, কোন মানুষ ব্যবসায়িক দ্রব্য বেচা কেনার সময় খরিদদার কে বলবে অপেক্ষা করো আমি অমুক জায়গার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিই।"

এখানে বর্তমান সময়ের টেলিফোন আধুনা মোবাইল বা ইন্টার নেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানের সংবাদ দেওয়া হয়েছে কেননা দূর দূরান্তের ব্যবসিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ইহা ছাড়া কোন মাধ্যম নাই। ইহা চিন্তার বিষয় ১৪০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান আধুনিক ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

দারামী আবু হোরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন–"আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন যে শেষ জামানায় জ্ঞান এতটা বিস্তার লাভ করবে যে পুরুষ, স্ত্রী লোক, স্বাধীন পরাধীন, শিশু বৃদ্ধ সকলেই তা অর্জন করবে যখন আমি এরকম করব তখন নিজ হকের কারণে তাদের গ্রেফতার করব।"

জ্ঞান বিস্তারের জন্য বই পুস্তক, ছাপা খানা অবশ্যই প্রয়োজন যা আমরা লাভ করেছি কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। এজন্য বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইন্টার নেটের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তার করছে যাতে বাড়ীতে বসেইজ্ঞান অর্জনের সুযোগ এসেছে এবং তাতে আরো বেশীমানুষ উপকৃত হচ্ছে ইহার প্রতিই ইঙ্গত করা হয়েছে।

ইবনে মাজা ২৯০ পৃষ্ঠা আবু মালিকুল আশয়ারী বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক মদ পান করবে এবং তারা নাম বদলিয়ে দিবে (অন্য নাম করণ করবে) এবং তাদের মাথার উপর গান বাজনা বাজতে থাকবে।"

ইহা বর্তমান অবস্থার প্রতি সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নাম করণ করে মদ্য পানে মানুষ ব্যস্ত আর গান বাজনা, ছবি, খেলা প্রভৃতি রেডিও, টিভি, সিডি, মোবাইল হাতে পকেটে মাথায় সর্বক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ফিরছে, আনন্দে গান বাজনায় মত্ত্ব হয়ে আছে।

ফটো গ্রাফ, টেপরেকর্ড

তিরমিজি শরীফ ৩১৮ প্রষ্ঠা, হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ঐ জাতের কসম যার হাতে আমার জীবন যে কিয়ামত সংগঠিত হবে না ঐ পর্যন্ত য়ে হিংস্র জন্তু মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, মানুষের চাবুকের কোড়া বা জুতো ফিতে বা তলা মানুষের সাথে কথা বলবে এবং ঘরের মধ্যে যা কিছু হবে তার খবর দিবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিরমিজি শরীফ ৩য় পৃষ্ঠ্যায় এই রকমই হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

"খোদার কসম কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ না হিংস্র জন্তু মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এ পর্যন্ত যে মানুষের চাবুকের কোড়া এবং জুতোর তলা কথা বলবে এবং মানুষের রান তাকে এই কথা বলবে যা তার অসাক্ষাতে ঘরের মধ্যে হয়েছে।"

অর্থাৎ এ রকম যন্ত্র আবিস্কৃত হবে যা তাদের হাতে পকেটে, জুতোর মধ্যে, কোমরে থাকবে এ যন্ত্র তাদের সাথে কথা বলবে দূর দূরান্তের খবর দিবে বা তার অসাক্ষাতের খবর জ্ঞাত করাবে। ইহা বর্তমানের টেপ রেকর্ডার, ফটোগ্রাফ বা মোবাইল সমন্ধে ভবিষ্যত বানী করা হয়েছে। এই মোবাইল এখন পকেটে, হাতে, কোমরে বা কোন গোপন স্থানে থাকছে যা সমস্ত সংবাদ বা গোপনীয় তথ্য জ্ঞাত করাচ্ছে, ফটো সহ সংবাদ জানাচ্ছে। এই সবেরই সংবাদ দেওয়া হয়েছে আজ যা বাস্তব।

মাসনাদে আহমদএ হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"কিয়ামতের নিশানা এই যে নিকটেই আসছে যে মানুষ ঘর হতে বের হবে এবং যখন আবার ফিরে আসবে তখন বাড়ির মধ্যে যা কিছু হয়েছে তা তার চাবুক জুতো সংবাদ দিবে।

বর্তমানে আমরা দেখছি আমাদের গোপন বা প্রকাশ্য সংবাদ আমাদের জানা বা অজানা অবস্থায় রেকর্ড হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের অণুপস্থিতিতে বাড়ীর বা অন্য কোথাকার তথ্য যন্ত্রের সাহায্যে রেকডিং হয়ে জানতে পারছি এবং হাদীস পাকের সত্যতা বাস্তব রূপে দেখতে পাচ্ছি। ইহা ১৪০০ বৎসর পূর্বে কল্পনাতেও সম্ভব ছিল না কিন্তু নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানে তা ছিল।

বর্তমানে আমরা আরও দেখছি বিভিন্ন জন্তুকে সার্কাসে, চিড়িয়াখানায় যেমন বাঘ, সিংহ, হাতী, প্রভৃতি জন্তু নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে, মানুষের ইশারায় জন্তু খেলছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে অপরাধী সনাক্ত করণ বা গোপনীয় তথ্য জানার জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে ইহা হাদীস পাকে হিংস্র জন্তুদের সাথে কথা বলার যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তারই বাস্তবতা। এ ছাড়াও আরও অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিস্কৃত হবে যার সাহায্যে মানুষ জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে আরও কথাবার্তা বলতে পারবে।

পেট্রল, তেল, গ্যাস

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ১০৫৫ পৃষ্ঠ্যা, হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত (টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস) এর কিনারায় সোনার ধন ভান্ডার প্রকাশিত হবে। যে ব্যক্তিগণ সেখানকার অধিবাসী হবে তা হতে কিছু নিতে পারবে না।"

মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩৯১ পৃষ্ঠ্যা,....."কিয়ামত সংগঠিত হবার পূর্বে ফোরাত সোনার এক পাহাড় প্রকাশ করবে সেখানে মানুষকে মারা হবে শতকরা ৯৯ জন মারা যাবে।"

মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩৯১ পৃষ্ঠ্যা, হযরত আলী ইবনে কায়াব হতে বর্নিত যে তিনি বলেন আমি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শ্রবণ করেছি যে তিনি বলেছেন– "অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত সোনার এক পাহাড় প্রকাশ করবে, মানুষেরা তা শ্রবণ করে সে দিকে যাবে, যাদের নিকট ইহা থাকবে তারা বলবে আমাদের ইহা হতে কিছু দেন তখন তারা ইহা হতে সমস্ত নিয়ে যাবে। এখানে লোককে কতল করা হবে এবং প্রত্যেক শততে ৯৯ জন মারা পড়বে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ রকমই আহ্‌মদ মাসনাদে ইবনে কায়াব হতে এবং আবু দাউদ এর (২য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠ্যা) তিরমিজি আবু হোরায়রা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সকলেই প্রথমে সোনার খাজানা এবং পরে সোনার পাহাড় প্রকাশ হওয়ার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজার (পৃঃ ২৯৩) বর্ণনায় প্রতি ১০ ব্যক্তির মধ্যে নয় জন মারা যাবে এবং একজন বাকী থাকবে বর্ণিত হয়েছে।সোনার পাহাড় সোনার ধনভান্ডার ইহা সোনা চাঁদির খনি বা পেট্রোল বা খনিজ তেল সমন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে খনিজ তেলকে তরল সোনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমানে খনিজ তেল এ রকম সম্পদ যে যা ছাড়া পৃথিবী আজ অচল। ইহা ছাড়া এক মুহুর্ত চলা সম্ভব নয়। সোনার ব্যবহার মানুষ না করলেও চলে কিন্তু তেল ছাড়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এই বিশাল ধনভান্ডার আয়ত্বে আনার জন্য আমেরিকা ব্রিটেন ইরাক ইরান প্রভৃতি দেশের উপর আক্রমন চালিয়ে যাচ্ছে। আজ হাজার হাজার লোক মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে ইহারই ভবিষ্যত বাণী গায়েবের সংবাদদাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদীসপাকে দিয়েছেন।

তা ছাড়াও কিতাবুল "ফিতন" এর মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন–"আফশোশ তালেকানদের জন্য যে আল্লাহতায়ালা তাদের জন্য ধন ভান্ডার রেখেছেন যা সোনা বা চাঁদির নয়। তালেকান কাজুইন (ইরান)এ অবস্থিত এবং ঐ এলাকা হতে পেট্রল পাওয়া যাবে।"

এই হাদীস পাক হতে পরিস্কার যে সোনা বা চাঁদির পাহাড় বা ধনভান্ডার আসলে খনিজ তেল এর ভান্ডার।

মাসনাদে ইমাম আহমদ ৫ম খন্ড ৪৩০ পৃষ্ঠ্যা, হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"অদূর ভবিষ্যতে এ রকম খনি প্রকাশিত হবে যার ব্যবস্থাপনা নিকৃষ্ট লোকেরা গ্রহণ করবে।"

তিবরানী (আওসাত), হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কিয়ামত সংগঠিত হবার পূর্বে এ রকম খনি প্রকাশিত হবে যার কবজা খারাপ নিকৃষ্ট লোকেরা করে নিবে।"

আমরা বর্তমানে দেখছি নিরীহ শান্তি প্রিয় মানুষের শত্রু আমেরিকা ও তার দোসর গণ তেল দখলের বাহানায় আরব রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছে, নানা অছিলায় হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে যার গায়েবী সংবাদ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ১৪০০ বৎসর পূর্বেই দিয়ে গিয়েছেন।

হার্ট ফেল, প্যারালাইসিস অসুখ

মজালেসতার মধ্যে আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন এই যে প্যারালাইসিস এবং হার্ট ফেল সাধারণ হয়ে যাবে"

তিরবানী সাগিরের মধ্যে সা'বী হযরত আনাস হতে বর্ণনা করেছেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন এই যে প্রথম তারিখের চাঁদ পরিস্কার দেখা যাবে তখন বলা হবে যে ইহা দুই দিনের চাঁদ এবং মাসজিদকে রাস্তা তৈরী করবে এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়া সাধারণ ভাবে প্রকাশ পাবে অর্থাৎ প্রায়ই দেখা যাবে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিবরানী হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কিয়ামতের নিশানী এই যে তালাক দেওয়া বৃদ্ধি পাবে এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়া বৃদ্ধি পাবে।"

গায়েবের সংবাদ দাতা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যত সংবাদ প্রদান আজ আমরা সত্য ও বাস্তব রূপে উপলব্ধি করছি যা তিনি ১৪০০ বৎসর পূর্বে আমাদের জানিয়েছেন। এই রকম হাজার হাজার তথ্য তিনি আমাদের জানিয়েছেন। অনু সন্ধানীদের নিকট তা প্রকাশিত। আর যারা দেখেও না দেখার ভান করে তাদের কথা আলাদা। তারা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের দুষমন (ইসলাম আউর আসরী ইজাদাত হতে সংগৃহিত–আল্লামা আহমদ বিন মহম্মদ গাম্মারীল হাসামী তরজমা মুফতী আহমদ মিয়া)

উপরের আলোচনায় আমরা প্রমান পাই গায়েবের সংবাদদাতা নবী ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক আবিস্কৃত আধুনিকনব নব দ্রব্যাদির বর্ণনা পূর্বেই দান করে গেছেন। তা ছাড়া আধুনিক আবিস্কুত যন্ত্রাদীর কার্যপ্রণালী নিজ বাস্তব জীবনের প্রদর্শীত করে গেছেন। বর্তমান সময়েও যে সমস্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে এবং মত প্রকাশ করে যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, অতীত-বর্তমান, বর্তমান-ভবিষ্যত, দূর নিকট বিষয়ে জানার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কাউকে এই সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী মনে করা শিরক, নবী বা আউলিয়াগণকে আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত জ্ঞান প্রদান করেন নাই। তাদের আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আবু জেহেলের মত না দেখার ভান করে নবীপাকের দুষমনী করা উচিৎ নয়। আজ হাজার হাজার মাইল দূরের লড়াই হওয়ার দৃশ্য, ক্রিকেট, ফুটবল খেলা বাড়িতে বসেই টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে। সংবাদ বা পরামর্শ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, উড়ন্ত জাহাজ বা রকেটের প্রতি কন্ট্রোলরুম থেকেই নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। মানুষের শরীরের অভ্যান্তরীর অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের এমনকি ব্রেন ও হার্টের প্রত্যেক শিরা উপশিরার ছবি বা ত্রুটি এক্সরে ও আল্ট্রা সেনোগ্রাফি যন্ত্রের দ্বারা দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। ডি, এন, এ টেষ্টের দ্বারা মায়ের পেটের বাচ্চার পিতার পরিচয় জানা সম্ভব হচ্ছে। আলট্রাসেনোগ্রাফি দ্বারা মায়ের পেটের বাচ্চার লিঙ্গ নির্দ্ধারণ করা হচ্ছে। এছাড়াও কম্পিউটার ও ইন্টার নেটের ব্যবহার আধুনিক মোবাইল বহু তথ্য জানাতে মানুষকে চমৎকৃত করেছে। ইহাকি সবই মিথ্যা ?

মুসলমান ছাড়াও ইহুদী, খৃষ্টান ও বিধর্মীগণকে আল্লাহ তায়ালা এই সমস্ত ক্ষমতা জ্ঞান দান করেছেন আর যিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান বেমেসল মহামানব মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, দূর নিকট, অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের জ্ঞান দান করেন নাই ? যারা নবী রাসুলের দুষমন তারাই বিভিন্ন বাহানা করে নবীপাকের জ্ঞানের ইজ্জতের তাওহীন করে চলেছে।

বিশ্ব মহামানব বিশ্ব রাসুল জ্ঞানে, গুনে,চরিত্রে ব্যবহারে বে-মেসল আলিমে গায়েব নবী। তিনি ধন্য প্রশংসীত ত্রিভূবনে, মুক্তিই তার সম্মান গোলামী অর্জনে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি বিভ্রান্তিকর মতবাদের সমাধান

বিশ্ব রাসুলের ইলমে গায়েবের অস্বীকারকারীগণ কোরআন পাকের ঐ সমস্ত আয়াতকে উল্লেখ করে যে সমস্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কেউ গায়েব জানে না। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আমরা দুই ধরনের আয়াত দেখি। ১ম প্রকার আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কেউ গায়েব জানে না। ২য় প্রকার আয়াতে বলা হয়েছে যে আপন গায়েবের উপর কাউকে ক্ষমতা বান করেন না আপন মনোনীত রাসুলগণ ব্যতিত। যদি প্রথম প্রকার আয়াতের অর্থ নিয়ে প্রকাশ্য বলা হয় যে নবীগণকে গায়েবের জ্ঞান দেওয়া হয় নাই তবে দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত মিথ্যা প্রমানিত হবে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। কেননা পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত সত্য, নির্ভুল ও চিরন্তন। ইহার উপরই নির্ভরশীল আমাদের ইমান ও আকিদা। ইহার সমাধানে ইসলামী চিন্তাবীদগণ আলোচনা করেছেন যে যে সকল আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কেউ গায়েব জানেন না ইহার অর্থ আল্লাহ তায়ালার জানানো ব্যতিত কেউ জানতে পারেন না। আর যে সকল আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা নিজ পছন্দনীয় মনোনীত রাসুলগণকে গায়েব দান করেছেন ইহার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জানানো জন্যই নবীগণ গায়েব জ্ঞান লাভ করেছেন। এই দুই প্রকার আয়াতের উপরেই আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান।

কিন্তু যারা প্রচার করে যে নবীগণ গায়েব জানেন না তারা কোরআন পাকের ঐ সমস্ত আয়াতকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রমাণ করার চক্রান্ত করছে যে সমস্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে তিনিতাঁর পছন্দনীয় রাসুলগণকে গায়েব দান করেছেন, সমস্ত জ্ঞান দিয়েছেন।

তারা ঈমানদার সেজে কোরআন পাকের কোন আয়াতকে স্বীকার এবং কোন আয়াতকে অস্বীকার করছে। (আফা আতুমেনুনা বিবায়া দিল কিতাবে ওয়া তাকফুরুনা বিবায়াদ) আর হাদীসপাকের ঐ সমস্ত বর্ণনা কে মিথ্যা প্রমান করার চেষ্টা করছে যাতে প্রমানিত হয় নবীপাক গায়েবের জ্ঞানে জ্ঞানী। তারা নবীর দুষমন, ইসলাম, কোরআন ও হাদীসের শত্রু।

নবী শব্দের আভিধানিক অর্থ গায়েবের জ্ঞানী, কোরআন, হাদীস, শরীয়তেও প্রমানিক তিনি গায়েবের জ্ঞানী। বে-মেসল খোদার বে-মেসল সৃষ্টি, সুতরায় বিশ্বনবী আলিমে গায়েব নবী ।

চলবে

তাবলীগি দেওবন্দীদের আকিদা বিনষ্টকারী মত ও পথ সম্পর্কে জানতে–

পড়ুন এবং পড়ান

তাবলীগি দেওবন্দী পরিচয়

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

প্রাপ্তিস্থান–মুসলীম লাইব্রেরী, ১১কলুটোলা স্ট্রীট, ১২১ রবীন্দ্র সরণী, কোল-৭০০০৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
ও মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন ঃ-(১) আমার সালাম নিবেন, দয়া করে সুন্নী জগৎ পত্রিকায় আমার প্রশ্ন গুলির উত্তর প্রদান করবেন। (ক) মহরমে ঢোল, তাসা বাজানো এবং মাতম করা জায়েজ কি না ? (খ) মহরমে তাজিয়া তৈরী করা এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে মর্সিয়া করা জায়েজ কিনা ? (গ) তাজিয়া তৈরী করে গ্রামে গ্রামে ঘোরানো এবং নকল কারবালাতে নিয়ে গিয়ে দাফন করা জায়েজ কিনা ? (ঘ) ১০ই মহরম কারবালার শহীদগণের জন্য ইসালে সওয়াব করা জায়েজ কিনা ?

ইতি আব্দুল মাতিন, সাং-বালিগ্রাম, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ-১) (ক) মহরমে ঢোল তাসা বাজানো এবং মাতম করা হারাম ও না জায়েজ। সমস্ত মুসলমাদের উচিৎ হারাম ও নাজায়েজ কর্ম ত্যাগ করা এবং শরীয়ত অনুসারে কর্ম করা। আল্লাহ তায়ালা মহা জ্ঞানী। (ফাতওয়ায়ে আজমালিয়া ৪র্থ খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)

(খ) বর্তমান সময়ে তাজিয়া তৈরী করা শরীয়তে নিষেধ এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে শিয়াদের মুর্শিয়া পড়া ভুল আকিদা ও ভুল কর্ম।

(গ) তাজিয়া তেরী করে গ্রামে গ্রামে ঘোরানো এবং নকল কারবালাতে নিয়ে গিয়ে দাফন করানো মুর্খামী প্রচলন ও নাজায়েজ।

(ঘ) ১০ই মহরম কারবালার শহীদগণের জন্য ইসালে সওয়াব করা, ফাতেহা করা জায়েজ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী। (ফাতওয়ায়ে আজমালিয়া ৪র্থ খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ-(২) সালাম মাসনুন। সালামের পর জানাই আমার প্রশ্নের উত্তর পত্রিকায় দিলে উপকৃত হর্ব। আমার প্রশ্ন কোন ওলির মাজারের সামনে কাওয়ালী ও নাচ গান করা কি জায়েজ ?

ইতি- গোলাম মুর্তুজা, নলহাটি, বীরভূম।

উত্তর ঃ- যে কোন ওলির মাজার শরীফে বর্তমান প্রচলিত কাওয়ালী নাচ, গান করা নাজায়েজ ও হারাম। আল্লাহ তায়ালা মহা জ্ঞানী। (ফাতওয়ায়ে আজমালিয় ৪র্থ খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ- সালাম নিবেন। আশা করি ভাল আছেন। আমাদের প্রশ্ন যে কিছু কিছু মানুষ বলে যে শীরাম, শ্রী কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ সকলেই নবী ছিলেন। ইনারা কি নবী ছিলেন বা কোরআন হাদীস অনুসারে ইহাদের নবী বলা জায়েজ কিনা ? *ইতি- সায়িদুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, নির্মলচর, মুর্শিদাবাদ*

উত্তর ঃ- কোন ব্যাক্তিকে নবী বলার জন্য কোরআন ও হাদীস হতে প্রমানের প্রয়োজন। উল্লিখিত ব্যাক্তিগণ হিন্দু ও বৌদ্ধগণের ধর্ম গুরু। তাদের নবী হওয়ার কোন প্রমান কোরআন হাদীসে পাওয়া যায় না। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যাক্তিগণকে নবী বালা যাবেনা। তাদের নবী ধারণা করা মুর্খামী ও পথ ভ্রষ্টতার নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা মহা জ্ঞানী। (ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, ১মখন্ড,২৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন ঃ-(৪) মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। পরে জানাই যে মহরমে পানি বা সরবত পান করানো, ওয়াজ নসিহত করার ব্যবস্থাকরা, কারবালার ঘটনাবলী বর্ণনা করা শরীয়তে জায়েজ কি না ?

ইতি. আব্দুস সবুর. বর্ধমান।

উত্তর (৪) ১০ই মহরমের দিন পানি বা সরবত পান করানো. সেই দিন ওয়াজ নসিহতের জন্য সভার ব্যবস্থা করা এবং কারবালার ঘটনাবলী সহিহ বর্ণনা মোতাবিক আলোচনা করা জায়েজ বরং মুসতাহাসান সওয়াবের কাজ। আলা হযরত ইসলামিক চিন্তাবীদ ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়ার নবম খন্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন যে পানি সরবত পান করানো যদি নেক নিয়তে হয়. একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং পবিত্র আত্মাগণের নিকট সওয়াব পৌছানোর জন্য হয় তবে তা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ, মুস্তাহাব সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তায়ালা মহা জ্ঞানী।

(ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত. ১ম খন্ড. ৫৫ পৃষ্ঠ্যা)

প্রশ্ন ঃ- (৫) জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন। আমরা জানতে চাই যে আল্লাহকে ভগবান বলা জায়েজ কিনা ?

ইতি-বুলবুল. মিজান, তাকদীর. ভগবানগোলা. মুর্শিদাবাদ

উত্তর (৫) ভগবান হিন্দু ধর্মের দেবতাগণের উপাধি যেমন তারা বলে থাকে ভগবান রাম. ভগবান কৃষ্ণ ইত্যাদি আর ভগবান এর স্ত্রী লিঙ্গ ভগবতী এই জন্য আল্লাহকে ভগবান বলা সহিহ নয় বরং হারাম। আল্লাহ এক ও অ-দ্বিতীয় এবং তাঁর কোন অংশীদার নাই। ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ফেকাহ শাস্ত্রবীদ সাদরুশ শারিয়াহ মুফতী আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়ার ৪র্থ খন্ড ৪১৮ পৃষ্ঠ্যায় বলেছেন যে খোদাকে রাম বলা আর রামবলে খোদাকে ডাকা কুফর শব্দ। কোন ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভগবান বলে সে তওবা ইস্তেগার করে নিবে এবং অঙ্গীকার করে নিবে যে সে ভবিষ্যতে আর কখনও খোদাকে ভগবান বলে সম্মোধন করবে না।

(ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত. ১ম খন্ড. ৬৬ পৃষ্ঠ্যা)

প্রশ্ন ঃ- (৬) সুন্নী মুফতীগণ কি বলেন যে গোসল করার সময় কলেমা দরুদ শরীফ পড়া জায়েজ কি না ?

ইতি-ওয়াসিফ আলী. ইমাম নূরগঞ্জ জুম্মা মসজিদ বাহাদুরপুর মুর্শিদাবাদ।

উত্তর (৬) গোসল করার সময় কলেমা পড়া ও দরুদ শরীফ পড়া নিষেধ এবং সুন্নাতের পরিপন্থি। এই সময় কথা বলা ও দোয়া পড়ার অনুমতি নাই। হুজুর সাদরুশ শারিয়াহ মুফতী আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাহারে শরীয়তের ২য় খন্ড ৩৭ পৃষ্ঠ্যায় বলেন যে গোসলের সুন্নাত হল যে গোসল করার সময় কোন প্রকার বাক্যালাপ না করা এবং কোন দোয়া পাঠ না করা। একই কথা ফাতাওয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠ্যায় ও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি ১ম খন্ড ১৪ পৃষ্ঠ্যায় বলা হয়েছে।

(ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত. ১ম খন্ড. ৬৯ পৃষ্ঠ্যা)

প্রশ্ন ঃ-(৭) কি বলেন সুন্নী হানাফী উলামাগণ যে তাকবীর বসে শুনতে হয় না দাড়িয়ে একটু বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব। *ইতি-ক্বারী আবুল কালাম. রেজবী লাইব্রেরী. ভগঃ মুর্শিদাবাদ।*

উত্তর ঃ- তাকবীর বসে শ্রবণ করা উচিৎ। দাড়িয়ে তাকবীর শ্রবণ করা নিষেধ মাকরুহ। যখন মুকাব্বির হাইয়া আলাল ফালাহ বলবে তখন দাড়ানো দরকার। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি ১ম খন্ড (মিশরের ছাপা) ৫৩ পৃষ্ঠ্যাতে বলা হয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি তাকবীর হওয়ার সময় আসে তবে তার দাড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ বরং বসে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যখন মোকাব্বির হাইয়াহ আলাল ফালাহ বলবে তখন দাড়াবে। ফাতাওযায়ে শামী ১ম খন্ড ২৬৮ পৃষ্ঠ্যা. উমদাতুর রাইয়া হাশিয়া শারাহ বেকায়া ১ম খন্ড ১৩৬ পৃষ্ঠ্যা। মুল্লা আরী কারী আলায়হির রহমা বলেন যে আমাদের আয়েম্মাগণ অর্থাৎ ইমাম আজম. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মহম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বলেন যে ইমাম ও মুক্তাদীগণ হাইয়্যা আলাসসালাত বলার সময় দাড়াবে। কিন্তু বর্তমান সময় অনেক মুর্খ ব্যক্তি বিশেষ করে ওহাবী. দেওবন্দীগণ উক্ত মসলাটির উপর আমল কারীদের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া ফেতনা সৃষ্টি করছে। অথচ তাদের নেতাগণ উর্দ্দুর ছোট ছোট পুস্তকে এই মসলাটি লিখেছে যেমন "মিফতাহুল জান্নাত" ৩৩ পৃষ্ঠ্যা লিখেছে যে ইকামত দেওয়ার সময় যখন হাইয়্যা আলাস স্বালাহ বলবে তখন ইমাম ও সমস্ত মানুষ দাড়াবে এবং "রাহে জান্নাত" পুস্ত কের ১৪ পৃষ্ঠ্যায় বলেছে যে হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার সময় ইমাম দাড়াবে। ওহাবী দেওবন্দীদের এই মসলাটিতে বিরোধীতা করা প্রকাশ্য ফেতনা বাজী করা। মহান আল্লাহ পাক যেন সকলকে সত্য গ্রহন করার তৌফিক দান করেন। আমিন। ফাতাওয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত ১ম খন্ড ৯১.৯২ পৃষ্ঠ্যা।

প্রশ্ন ঃ–(৮) কি বলেন উলামায়ে দ্বীন যে জানাজার নামাজের পর লাস সামনে করে দোয়া কার জায়েজ কিনা ? *ইতি মোঃ জিয়াউল ইসলাম. পাইকমারী জুম্মা মসজিদ. মুর্শিদাবাদ।*

উত্তর (৮) জানাজার নামাজের সালাম ফেরানো পর মৃত ব্যক্তির এবং নিজের জন্য এবং সমস্ত মুমিন মুমিনাতের জন্য দোয়া চাওয়া জায়েজ ও মুবাহ। দোয়া চাওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত প্রত্যেক কালে ইহার উপর একমত যে মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া করা মানদুব বা মুস্তাহাব (হাবিবুল ফাতাওয়া ১ম খন্ড মসলা নং ৫৯৯.৬০০. পৃষ্ঠ্যা ৫৫৫. ৫৫৬). আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে মৃত মুসলমানদের জন্য দোয়া অবশ্যই প্রিয় এবং শরীয়াতে মানদুব অর্থাৎ ভাল। তিনি ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়ার ৪র্থ খন্ডের ১৯ পৃষ্ঠ্যা হতে ৩০ পৃষ্ঠ্যা পর্যন্ত বিস্তারিত দলীল সহকারে আলোচনা করেছেন এবং বিরোধীদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব সমূহ প্রদান করেছেন। আল্লাহ পাক মহজ্ঞানী।

প্রশ্ন ঃ– (৯) কি বলেন উলামায়ে দ্বীন যে সুদখোর ব্যক্তির পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা ? (খ) অন্ধের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ কি না ?

ইতি–মোঃ সৈবুর রহমান. ইমাম পুরাতন নওদাপাড়া মাসজিদ মুর্শিদাবাদ

উত্তর ঃ– সুদখোর ব্যক্তি ফাসিক আর ফাসিকের পশ্চাতে নামাজ অসুম্পুর্ণ. মাকরুহ হবে। যদি কেউ পড়ে নেই পরবর্তিতে নামাজ ঘুরিয়ে পড়তে হবে। এমন ব্যক্তিকে কখনই ইমাম করবে না। যদি কোথাও এই ধরনের ইমাম থাকে তবে তাকে বরখাস্ত করে সুন্নী সহি আকিদার ও সহিহ কেরাতের ইমাম নিয়োগ করবে। ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ১৫১ পৃষ্ঠ্যা।

(খ) অন্ধের পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি তার চাইতে যোগ্য বা জ্ঞানী কেহ থাকে তবে মাকরুহ তানজিহি হবে। ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠ্যা।

প্রশ্ন ঃ–(১০) আমাদের এখানে একটি ঈদগাহ আছে আর সেই ঈদগাহের ইমাম দেওবন্দী আকিদা মান্যকারী। আমাদের জানার বিষয় যে উক্ত ইমামের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা ? আর একটি বিষয় যে দোয়া করার শেষে লা ইলাহা ইল্লাললাহা বলে কিন্তু মহম্মাদুর রাসুলাল্লাহ বলে না। নবীর নাম নেওয়া শরীয়তে জায়েজ কিনা ? *ইতি–মোঃ দবিরুদ্দিন ও গোলাম মুরসালীন. মুর্শিদাবাদ।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরঃ–(১০) দেওবন্দী আকিদা মান্যকারী ইমামের পিছনে নামাজ পড়া না জায়েজ। কেননা তাদের ভ্রান্ত আকিদা কোরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। তারা পথ ভ্রষ্ট. বদ মাজহাব। অতএব যারা সুন্নী জামাতের মানুষ তারা দেওবন্দী ইমামের পিছনে নামাজ পড়বেন না। প্রথমে বা পরে উক্ত ঈদগাহে নামাজ আলাদা করে পড়বেন। যদি বিরোধীরা বাধা দেয় তবে নিজ মহল্লায় মসজিদে পড়বেন।

ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৩১৮,৩১৯ পৃষ্ঠ্যা

দোয়ার শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলা জায়েজ। ফাতাওয়ায়ে দামানে মুস্তাফা ১ম খন্ড ১৭৬ পৃষ্ঠ্যা। দোয়াতে হাফ কলেমা পড়া দেওবন্দীদের একটি ট্রেডমার্ক। আল্লাহ পাক যেন সুন্নী জামাত মান্য কারীদের কে দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী, ওহাবী, গায়েব মুকাল্লিদ, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নাস্তিকদের ধর্মদ্রোহীদের চক্রান্ত হতে রক্ষা করেন।

আমিন। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী।

প্রশ্ন ঃ–(১১) যদি পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গী পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত করে নামাজ পড়া হয় তবে জায়েজ কিনা ? আরও একটি প্রশ্ন হল যে কিছু মানুষকে দেখা যায় পায়জামা, বা প্যান্টের নিচের দিক মুড়িয়ে নেয় বা উপর দিকে মুড়িয়ে নেয় ইহাকি জায়েজ। বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

ইতি–মৌঃ কাজিমুদ্দিন. শিক্ষক মাদাপুর মাদ্রাসা।

উত্তর (১১) পায়জামা প্যান্ট লুঙ্গী দ্বারা পায়ের গোড়ালি ঢাকা হচ্ছে দুই প্রকার। যদি তাকাব্বর অর্থাৎ অহংকারের সঙ্গে পরিধান করে তবে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী হবে। অন্যথায় মাকরুহ তানজিহী হবে। এ রকমই আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়ার ৩য় খন্ড ৪৪৮ পৃষ্ঠ্যায় বলেছেন কাপড় মুড়িয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। তিনি লিখেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামজে কাপড় মুড়াতে বারণ করেছেন। অতএব পায়জামা প্যান্ট না উপর দিকে মুড়াবে না নিচের দিকে কোন দিকেই নয় বরং গোড়ালির নিচে অহংকারের নিয়ত না করে ছেড়ে নামাজ পড়বে। আল্লাহপাক মহাজ্ঞানী।

(ফাতাওয়ায়ে ফাকীহে মিল্লাত ১ম খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠ্যা)।

প্রশ্ন ঃ–(১২) কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে তবে তার দাফন কাফন করা, জানাজার নামাজ পড়া শরীয়তে জায়েজ কি না ? *ইতি আফজাল হোসেন. মালদহ।*

উত্তর (১২) আত্ম হত্যা করা অবশ্যই গোনাহ। কিন্তু সুন্নী মুসলমান যদি হয় তবে তার দ্বাফন কাফন করতে হবে এবং জানাজার নামাজ পড়তে হবে। ফাতাওয়ায়ে শামী ১ম খন্ড ২১১ পৃষ্ঠ্যায় এই রকম ই লেখা আছে। (ফাতাওয়ায়ে ফাকীহে মিল্লাত ১ম খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠ্যা)

প্রশ্ন ঃ–(১৩) মুফতীগণ কি বলেন নিম্ন লিখিত মসলাটিতে যে বহু দিন হতে আমাদের দেশেপ্রচলিত আছে কোন মানুষ মারা গেলে তার দাফন কাফন করার তিন দিন, চার দিন, ইত্যাদি দিনে ফাতেহা করা হয়। এক শ্রেনীর আলিম কিছু দিন থেকে বাধা দিচ্ছে এমত অবস্থায় আমাদের কি করা উচিৎ সুন্নী জগৎ পত্রিকায় জানালে উপকৃত হতাম। *ইতি মাজরুল ইসলাম, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ।*

উত্তর (১৩) তিন দিন, চার দিন প্রভৃতি দিনে ফাতেহা করা উত্তম কর্ম। যার দ্বারা মৃত ব্যক্তিদেরকে সওয়াব পৌছানো হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা শরীয়তের দলীল দ্বারা মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান প্রমাণিত এবং ইহার প্রমান কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যে আলিমগণ বাধা দিচ্ছে আসলে তারা ওহাবী আর তারা উক্ত কর্ম গুলির শত্রুতা করে এই জন্য ওহাবীদের নিকট হতে সাবধান।

(ফাতাওয়ায়ে সাদরুল আফাজিল ৫৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ- (১৪) কোন নেক কাজ করার জন্য দিন, তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ কি না ? দেওবন্দী ওহাবী গণ বলছে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ নয়। আমরা জানতে চাই শরীয়ত মোতাবেক ইহা সঠিক কিনা ?

উত্তর (১৪) কোন কাজের জন্য সময় দিন ও তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল শরীয়তে নাই। ওহাবীদের মাদ্রাসা গুলিতে ছুটির জন্য শুক্রবার, রমজান মাস, ঈদ বকরাঈদ, পরিক্ষার জন্য শাবান মাস কেতাব আরম্ভ করার জন্য সময় দিন নিদৃষ্ট করা হয়। যা পাবন্দী সহকারে পালন করা হয়। যদি তারা দিন তারিখ নিদষ্ট করা না জায়েজ ও হারাম মনে করে তাহলে কেন এমন করে। যদি ওহাবীগণ দিন তারিখ নিদৃষ্ট করা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করে নেয় তবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে যাবে। খাওয়ার সময় নিদিষ্ট, ঘুমানোর সময়, কর্মের সময়, ব্যবসার সময়, বাজারে যাওয়ার সময়, বসার সময়, এককথায় মাথা হতে পা পর্যন্ত সময় নির্দিষ্টের বাঁধনে আবদ্ধ। ইহারা নিজেদের জন্য সমস্ত বিষয়ে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা কে না জায়েজ মনে করে না। কিন্তু দুঃখ তাদের জ্ঞানের প্রতি। শরীয়তে এই ধরনের দিন তারিখ নির্দিষ্ট নবীপাকের কর্ম ও সাহাবীগণের কর্ম দ্বারা প্রমানিত হয়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ওয়াজ নসিহত করতেন। ইহা বোখারী শরীফের হাদীস হতে প্রমানিত। পরিশেষে বলি নেক কাজ গুলিকে বাধা দেওয়া হচ্ছে ওহাবীদের আনা মত বা পরিচয়, সুন্নী মুসলমানদের উচিৎ ওহাবী ফেতনা হতে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী-ফাতাওয়ায়ে সাদরুল আফাজিল।

প্রশ্ন ঃ-(১৫) বেতেরের নামাজ পড়ার পর দুই রাকাত নফল নামাজ বসে পড়তে হয় না দাঁড়িয়ে ? সুন্নী জগৎ পত্রিকায় প্রকাশ করলে খুশি হতাম।

ইতি হাফিজ মোঃ মিজানুর রহমান,

ছাত্র নশীপুর বালাগাছি এফ, এ, আই, মাদ্রাসা, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

উত্তর (১৫) বেতের নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজ দাঁড়িয়ে পড়বে, ইহাতে বেশী সওয়াব। ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবীয়া ২২৬ পৃষ্ঠা। আলা হযরত আলায়হির রহমা বলেন যে উম্মাতের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া আফজল এবং পূর্ণ সওয়াব পাবে। তবে বসে পড়াও বিনা কারণে জায়েজ। ফাতাওয়ায়ে রেজবীয়া ৩য় খন্ড ৪৫১ পৃষ্ঠা।

প্রকাশিত হতে চলেছে

ইসলামী আকায়েদ

লেখক-মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী কাদেরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

পবিত্র হজ্জ ও জিয়ারত

ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ফাকিহে মুসলেমীন, হাফিজ, ক্বারী, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ, মুফাসসীর, মুজতাহিদ, মুনাজির, কবি, সাহিত্যিক সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত, নবীপ্রেমের উজ্জ্বল প্রদীপ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হি রহমা সর্ব প্রথম পবিত্র হজ্জ এবং হারামাইন শারীফাইনের জিয়ারত ১২৯৫ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পালন করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত নকী আলী খাঁ আলায়হি রহমা সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এই হজব্রত পালনের সময় বহু বিখ্যাত উলামা গণের সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হয় যেমন মুফতী শাফেয়ী হযরত সাইয়েদ দাহলান এবং হযরত আব্দুর রহমান সিরাজ এবং মুফতী হানাফিয়া। মুফতী হানাফীয়ার নিকট তিনি হাদীস ফেকাহ, ওসুল এবং তফসীরের সনদ অর্জন করেন। একদা মাগরিবের নামাজ মাকামে ইব্রাহিমে আদায় করার পর শাফেয়ী ইমাম হযরত হোসাইন বিন সালেহ জামালুললাইল বিনা পরিচয়ে তাঁর হাত ধরে নিজ বাড়ি নিয়ে যান। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলা হযরতের পেশানীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন–নিশ্চয় আমি এই পেশানীতে আল্লাহর নূর দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি নিজ হস্তে সন্তষ্ট হয়ে সিয়াসিত্তা এবং কাদেরীয়া তরিকার ইজাজত লিখেদিলেন এবং বললেন–তোমার নাম জিয়াউদ্দিন আহমদ। তাঁর সনদের একটি বিশেষ গুরুত্ব এই যে ইমাম বোখারী পর্যন্ত পৌঁছাতে এগার ওয়াস্তা আছে। আলা হযরত সেখানে হযরত শাইয়েখ জামালুল লাইলের ইশারায় তাঁর লিখিত কেতাব "জাওহারা মুফিত মানসিকে হাজ্জে শাফিইয়া" উর্দ্দু তর্জমা মাত্র দুই দিনে সম্পন্ন করে নাম রাখেন "আন নাইয়েরাতুল ওদইয়া ফি শারহিল ছাওহারাতুল মাদিয়াহ"।

যখন এই তর্জমা ও শারাহ হযরত শায়েখ জামালুল লাইলের নিকট উপস্থিত করলেন তখন তিনি অত্যান্ত খুশি হলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন। আরবের বড় বড় পন্ডিতগণ আরবী ভাষায় একটি পুস্তক মাত্র দুইদিনে সহজ উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করা দর্শনে আলা হযরত কে একজন যোগ্য পন্ডিত হিসাবে গন্য করলেন। মদিনা শরীফের মুফতী শাফিয়া মাওলানা মহম্মদ বিন মহম্মদের পুত্র আলা হযরতকে দাওয়াত দিলেন। খাবার গ্রহণের সময় একটি মসলা উপস্থিত হয় যে জান্নাতুল বাকীতে সর্ব শ্রেষ্ট কোন ব্যক্তি শায়িত আছেন। আলা হযরত ইহার উত্তর প্রদান করলেন যে জান্নাতুল বাকীতে দাফনকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু। মাওলানা মহম্মদ সাহেব বললেন–দাফনকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হযরত ইব্রাহিম বিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। দুই হযরতই আপন আপন দলিল প্রদান করলেন। অবশেষে হযরত মাদানী বললেন– দুজনের দলিলই সহিহ। আলা হযরত বললেন–

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ওয়ালিকুল্লি বিজহাতুন ওয়া মুয়াল্লিহা"– আর সে সময়ই হেরেম শরীফে আসরের আজান হয়ে গেল। আযান শেষে আলা হযরত বললেন "ফাসতাবিকুল খায়রাত" সভা ভঙ্গ হয়ে গেল। সকলেই নামাজের জন্য হেরেম শরীফে গেলেন। আলা হযরত রাত্রিতে একাই মাসজিদে খাইফে অবস্থান করলেন এবং সেখানেই মাগফেরাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন। নবী প্রেমে আলা হযরত বলেন–

"হাজিও আও শাহান শাহ কা রওজা দেখো। কাবা তো দেখ চুকে কাবা কা কাবা দেখো।"

দ্বিতীয় হজ ও জিয়ারত

আলা হযরত ১৩২৩ হিজরী মোতাবেক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার হজ ও জিয়ারত সম্পন্ন করেন। তিনি নায়াত পাক লিখেন "গুজরে জিস রাহ্‌সে ওজ সাইয়েদ ওয়ালাহো কার রাহ গায়ি সারি জমি আম্মার সার: :হা কার।"

হযরত আল্লামা মুফতী জাফরুদ্দিন কাদেরী সাহেব সংক্ষেপে ২য় হজের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমার সম্মুখের ঘটনা। আলা হযরতের ছোট ভাই হযরত মাওলানা মহম্মদ রেজা খাঁন এবং আলা হযরতের বড় সাহেব জাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা শাহ হামিদ রেজা খাঁ এবং আলা হযরতের বিবিজান ১৩২৩ হিজরীতে হজ ও জিয়ারতের জন্য রওনা হন। ঝাঁসি পর্যন্ত আলা হযরত তাঁদের পৌছিয়ে দিয়ে আসলেন। সেখান হতে মুম্বই মেল পাওয়া যায় যাতে গাড়ী বদল করতে হয় না। তখন পর্যন্ত তাঁর হজে যাওযার কোন পরিকল্পনা ছিল না। কেননা তাঁর ফরজ হজ আদায় হয়ে গেছে। মুসলমান সাহেবে নেসাবের জীবনে একবার হজ করা ফরজ। কিন্তু উক্ত নায়াতটি যখন তাঁর স্মরণ হল তাঁর মন তখন উতলা হেয়ে উঠল। যা তিনি দ্বিতীয় গজলে প্রকাশ করেছেন।

" ফের উঠা ওলুলা ইয়াদে মগিলানে আরব
ফের খিচা দামানে ছিল সুয়ে বায়াবানে আরব"

তারপর তিনি আবার হজে যাবার পূর্ণ ইরাদা করে নিলেন। কিন্তু মায়ের বিনা অনুমতিতে হজের সফর অনুচিত মনে করে গাড়ী ছেড়ে দেবার পর বেরেলী শরীফ মায়ের আদেশের জন্য রওনা হয়ে গেলেন। যখন অনুমতি লাভ করলেন তখন মনে শান্তি লাভ করে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এবং খুব তাড়াতাড়ী ট্রেনে আরোহণ করে মুম্বাই রওনা হলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি বোম্বায়ে জাহাজে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বন্দর হতে জাহাজ ছেড়ে যায় নাই। তিনি জাহাজে উপস্থিত সকলে একই সঙ্গেই একই জাহাজে মক্কা মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেই সফর সমন্ধে আলা হযরত নায়াত শরীফে লিখেন।

"কাবা কা নাম তাক না লিয়া তয়বাহি কাহা
পুছা য হামসে জিস নে কে নুহ জাত কি ধার কি"

যখন ইমাম আহমদ রেজা আলায়হি রহমা মদিনা মানোয়ারা উপস্থিত হলেন হুজুর রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দিদার লাভের জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল। তিনি দিদারের জন্য মোয়াজিহা শরীফে দরুদ শরীফ পড়তে লাগলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল নিশ্চয় হুজুর তাকে দিদার দিবেন। প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হল কিন্তু দিদার হল না তিনি তখন অস্থির হয়ে গজল লিখলেন–

pdf By Syed Mostafa Sakib

"ও সুয়ে লালা জার ফিরতে হ্যাঁয় তেরে দিন আয়ে বাহার ফিরতে হ্যায়" শেষে লিখলেন কোয়ি কিঁও

পুছে তেরী রাত রাজা

তুজসে কুত্তে হাজার ফিরতে হ্যায়"

উল্লিখিত গজলটি পড়ে মুয়াজিহা শরীফে আদবের সহিত বসে আরজ করতে ছিলেন হুজুরের দয়া হল। আপন চাক্ষুষ চক্ষে জাগ্রত অবস্থায় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দিদার লাভ হল। (হায়াতে আলা হযরত পৃষ্ঠ্যা ১৩৫ প্রথম খন্ড)

আলা হযরত যখন মক্কা শরীফে অবস্থান করেন সে সময় হযরত আল্লাম শায়েখ সালেহ বিন সিদ্দিক কামাল মুফতী হানাফীয়া মুশীর খাস মক্কা শরীফ তাঁকে ইলমে গায়েব সমন্ধে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। আলা হযরত তার উত্তর মাত্র আট ঘণ্টায় এক বিশাল পুস্তক "আদদাওলা তুল মাক্কিয়া বিল মাদাতিল গায়বীয়া" রচনা করে বিশ্ব বাসীকে দান করলেন। (ইয়াদগারে আলা হযরত পৃঃ ১০৩)

হুজুর আকদাস নুরে মুজাসসাম সারওয়ারে দো আলাম " সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যে গায়বের জ্ঞান ছিল তা তিনি কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ আইম্মায়ে কেরাম হতে প্রমান করেন।

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তায়ালার যিনি সমস্ত গায়েবের পূর্ণ অধিকারী, গোনাহ মাফকারী তিনি গায়েবকে লুকাইত রাখেন এই গোপনীয় জ্ঞান নিজ পছন্দনীয় রাসুলগণকে জানিয়ে দেন। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর আল্লাহ তায়ালা বড় দয়াবান, তাঁকে গুপ্ত প্রকাশ্য সমস্ত দান করেছেন। তিনি গায়েবের খবর বলতে কৃপনতা করেন না। তিনি মালাক ও মালাকুতের মুশাহিদ্রা কারী। আল্লাহ তায়ালার জাত ও গুনের দর্শন কারী, পূর্ব এবং পরের সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। আদম আলায়হিস সালামের জ্ঞান, সমস্ত জাহানের জ্ঞান, লৌহ কালামের জ্ঞান তার জ্ঞানের নিকট সমুদ্রের নিকট এক বিন্দু পানি। তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ করেন আর বিশ্ব জাহান তাঁর নিকট হতে সাহায্য প্রাপ্ত হন। বিশ্ব জাহান যত প্রকারের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তা তাঁরই কারণে। তাঁরই নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে।

ওহাবীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল সহকারে অতি অল্প সময়ে পুস্তক প্রণয়নে আলা হযরত তাঁর মদত প্রাপ্ত হয়েছেন। ইহা ছাড়াও ওহাবীদের বিরুদ্ধে তিনি চার শত খানা কিতাব প্রনয়ন করেছেন। ওহাবীগণ চিন্তা করছিল আলা হযরত মক্কা মদিনা জিয়ারতে মাশগুল থাকবেন এবং তার নিকট সফরে কোন বই মজুত থাকবে না এই অবস্থায় তারা তাঁকে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। যাতে তিনি উত্তর দিতে সক্ষম না হন। কিন্তু আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত নবীপাকের এশকে ও মদদে মাত্র আট ঘণ্টায় "আদদাওলাতুল মাক্কিয়া" লিপিবদ্ধ করে ওহাবীদের এমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করলেন যা দেখে তারা স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি গায়েবকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন প্রথম ইলমে গায়েব জাতী দ্বিতীয় ইলমে গায়েব আত্মায়ী। ইনশাল্লাহ আগামী সংখ্যায় "আদদাওলাতুল মাক্কিয়া" হতে নবীপাকের ইলমে গায়েব প্রাপ্তির প্রমান দেওয়া হবে। এই পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করলে বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীতে একটিই জান্নাতী দল তারা হল মাসলাকে আলা হযরত মান্যকারী আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত। মাসলাকে আলা হযরত জিন্দাবাদ

—————— আগামী সংখ্যায় ——————

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমই খোদা পাওয়ার পূর্ব শর্ত

মোঃ মনতুর আলী নঈমী, বীরভুম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য এবং তার পরেই তাঁর হাবিব বিশ্বকুল সর্দার, সকলের আক্কা, সকল নবীগণের নবী, হাজির ও নাজির নবী অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী, সকল পাপী উম্মতদের পরিত্রাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বর্ষিত হউক শত কোটি দরুদ ও সালাম আস সালাতো আস সালামো আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ !

একজন মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা এর রাসুল প্রেম ও দীদারে মোস্তফা

ওহুদের যুদ্ধে শয়তান এই কথা রটিয়ে দিল যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। মুজাহিদগণ চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। এই দুঃসংবাদ যখন মদিনা মানোয়ারায় পৌঁছল তখন সেখানকার মহিলারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর বিচ্ছেদে অস্থির হয়ে সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কুশল জানবার জন্য নিজ নিজ ঘর হতে বের হয়ে পড়লেন। বনী দীনার গোত্রের এক মহিলা যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৌড়ে গেলেন এবং পথি মধ্যে কয়েকজন সাহাবীর দেখা পেলেন। ওই মহিলা অস্থির চিত্তে তাদেরকে বললেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর খবর কি ? তারা বললেন– তোমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন তার আমার কোন পরওয়া নেই। আমাকে রাসুল এর সংবাদ দাও ? আমার সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ চাই। কোন এক ব্যক্তি বলল তোমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে। সে উত্তেজিত হয়ে বলল সেটা জানার আমার প্রয়োজন নেই আমার সরকার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ চাই। কোন এক ব্যক্তি বলল তোমার পুত্র শহীদ হয়ে গেছে। "উস আফিফা নে ইয়েহ সব সুনকর কাহা তো ইয়েহ কাহা তো ইয়েহ কাহা ইয়ে তো বাতাও কেহ ক্যয়সা হ্যায় শাহানশাহে উমাম"। অর্থ এই পাক ও নেক মহিলা এই সব কটি দুঃসংবাদ শুনেও এ কথা বলল শুধু আমাকে একথাই বলো শাহানশাহে উমাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন।

সাহাবা আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান তাঁকে বললেন মহান আল্লাহরই প্রশংসা যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভালো এবং নিরাপদে আছেন। তিনি অস্থির হয়ে বললেন আমাকে কোন মতে মাহবুব এর কাছে বা দরবারে নিয়ে চলো, দীদার সুধা পান করে আমি আমার দুঃখ পিপাসা নিবারণ করব। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আশেকা কে নিয়ে হাজির করা হলো। তিনি সরকারে দো আলমকে সুস্থ দেখে খুশিতে আত্ম হারা হয়ে গেলেন আর সাথে সাথে বলে উঠলেন। ("কুল্লু মুসীবাতিন বাদাকা জালালুন") অর্থ ওহে আক্কা আপনি নিরাপদে থাকলে সমস্ত মুসিবত অতি নগন্য। (সিরাতে ইবনে হিসাম, তাবারী)

"বড়কে উসনে রুখে রওশন কো জো দেখা তো কাহা,
আপ সালামত হ্যায় তো সব হীচ হ্যায় ইয়েহ রনজ ও আলাম;
ম্যায় ভি আউর বাপ ভি বেটা ভি বেরাদর ভি ফেদা
ইয়া নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
আপকে হতে হুয়ে কেয়া চিজ হ্যায় হাম "

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ–সামনে এগিয়ে গিয়ে যখনই তিনি হুজুর আনোয়ার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেলেন তখনই বলে উঠলেন আপনি নিরাপদে থাকলে এই সব দঃখ দুর্দশা কিছুই নয়। আমি আমার পিতা পুত্র ভাই বোন সব কোরবান হে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনি থাকা কালে আমরা কিছুই নয়। (ফায়জানে সুন্নাত) একেই বলে নবী প্রেম। আর আজ কাল ওহাবী, দেওবন্দী তবলিগী জামাতের লোকেরা বলে থাকে আমরা নবীর প্রতি দরুদসালাম পড়ি নবী ওয়ালা কাজ কর্ম করে থাকি। এরা মুখে বলে কিন্তু কাজে করে না। বরং ভিতরে ভিতরে নবী রাসুল বিরোধী ও ওলী বিরোধী কাজ করে ও প্রচার করে বেড়াই সাধারণ মানুষ মুসলমানদের মধ্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের মহা মূল্যবান ইমান টাকে ধংশ করে দেয় ও চিরতরে ইমান হারা বেইমান করে। কাফেরে পরিণত করে। কাফেরদের দলে দলে ঘুরে বোড়ানো শুরু করে দেয়। এরাই হচ্ছে ইমান চোরের দল। দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে হাড়ি পাতিল সঙ্গে নিয়েইসলামিক লেবাস পরে সাধারণ মুসলমানদের কে তাদের দলে নিয়ে যাবার চেন্টা করছে এবং নিয়েও যাচ্ছে ধোঁকা দিয়ে। তারপর ইমান হারা করে দিচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর থেকে দুরে সরিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য দোযখ বাসী করে দিচ্ছে। আর ঐ শয়তান আব্দুল ওহাব নাজদীর নীতিমালার অনুসরণ করে এদের ভ্রান্ত মত ও পথে চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে।

মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য, যেখানে কোরআন পাকের ও হাদীস শরীফের কথা ছাড়া অন্য কথা বলা হারাম বলে শরীয়তে ঘোষনা করা আছে। আর তারা সেই মসজিদ তথা আল্লাহর ঘরকে রান্না ও শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করছে বহাল তবিয়তে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করছে ও শয়ন গ্রহ বানিয়ে নিয়েছে। সেখানকার সাধারণ মানুষদেরকে ভুল পথে পরিচালনা করছে ও নবী বিরোধী ওলী বিরোধী কথাবার্তা বলছে। এদের আসল কাজ হল যেন তেন প্রকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মান ছোট করা বা হেয় করা ও সাধারণ মানুষকে নবী পাকের প্রেম থেকে সরিয়ে দেওয়া ও শয়তানী প্রেমে জুড়ে দেওয়া। এবং ঐ মরদুদ শয়তান আব্দুল ওহাব নাজদীর নীতিমালা প্রচার করা ও মুসলমানদেরকে পথ ভ্রষ্ট করা। হে আল্লাহ আপনি দয়া করে নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মহান অসিলায় এই সমস্ত মুসলমানদের ইমানকে রক্ষা করুন। আমিন সুম্মা আমিন।

"তাকবিয়াতুল ইমান" পুস্তকের লেখক মৌলবী ইসমাইল দেহলবী শহীদ নন।

হিন্দুস্থানে দিল্লী শহরে মৌঃ ইসমাইল দেহলবী নামে একজন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদী প্রনীত "কিতাবুদ তাওহীদ" এর উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন ও তাকবিয়াতুল ইমান নামে প্রকাশ করে হিন্দুস্থানে ব্যপক প্রচারের আয়োজন করেন।

এই তাকবিয়াতুল ইমান বইটি প্রকাশ করার কারণে তিনি সীমান্তবর্ত্তি পাঠানদের হাতে নিহত হন। তাই ওহাবী ও দেওবন্দীগণ তাকে শহীদ বলে গন্য করে। শিখদের হাতে নিহত বলে প্রচার চালায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"আনোয়ারে আফতাবে সাদাকাত" গ্রন্থে আলা হজরাত আলায়হি রহমা ঠিক বলেছেন, ওহাবীরা যাকে শহীদ বা জাবিহ বলে আক্যায়িত করছে আসলে তিনি নাজদের লাইলি প্রেমে বিভোর হয়ে ধার্মিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। যদি তাদের কথা মত শিখেরাই তাকে নিহত করত তাহলে অমৃতসর বা পূর্ব পাঞ্জাবের কোন শহরে তিনি মারা যেতেন। কেননা পূর্ব পাঞ্জাই হল শিখেদের কেন্দ্র। সীমান্ত পাঠানদের এলাকা সেখানেই তিনি মারা যান। অতএব বোঝা গেল তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হযেছিলেন। তার মৃতদেহও উধাও করেফেলা হয়েছিল। এই জন্য কোথাও তার কবর নেই। অতএব বোঝা গেল মৌঃ ইসমাইল দেহলবীকে শহীদ বা রহঃ আলাইহে বলা যাবে না কারণ তিনি মস্ত বড় গোস্তাখে রাসুল ও গোস্তাখে ওলি আল্লাহ। যাহা তাকবিয়াতুল ইমান নামক ধর্মনাশা বই খানি পড়লেই সহজে অনুমান করা যাবে ইনি কত বড় ধোঁকাবাজ ও গোস্তাখে রাসুল। এই ধর্মনাশা বই খানী বর্তমানে বাংলাতেও পাওয়া যাচ্ছে ও সমস্ত দেওবন্দী তাবলিগীরা ইহাকে নিজেদের অমূল্য রতন হিসাবে রেখে পড়ছে ও সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ইমান হারা করে দিচ্ছে। ও ঐ শয়তান আব্দুল ওহাব নাজদীর নীতিমালা প্রচার করে নিজেদের কে ওহাবী বলে পরিচয় দিচ্ছে। মুখে স্বীকার না করলেও ভিতর ভিতর ওদের নিয়ম নীতি ঠিক আছে। বর্তমানে এই তাবলীগ জামাত কোরআন হাদীসের বহির্ভূত জামাত, কোথাও এই জামাতের প্রমান নেই। সেই হেতু এই তাবলীগ জামাত নাজায়েজ ও হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন ওলামায়ে আহলে সুন্নাত। তৎকালে মক্কা ও মোয়াজ্জমার বিখ্যাত ২৬৮ জন মুফতী এদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অতএব এদের-সাথে যাওয়া আসা করা খাওয়া দাওয়া করা চলাফেরা করা সমস্ত কিছু হারাম। ইহা ইসলাম বহির্ভূত দল বা জামাত।

সালাম

শামীম আখতার (বি. এসসি)

"আসসালাম আলাইকুম"। আরম্ভ করা যাক হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর অগণিত দরুদের উপহার দিয়ে। এখন আসা যাক বিষয় বস্তুতে।

হাদীস ঃ- অফসুস সালাম.(বুখারী)

অর্থ ঃ-সালামকে সাধারণ কর বা বিস্তার কর।

ইসলামে নিয়মটিই হল এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সালাম দেবে এবং তাতে এর সওয়াব পাবে। সালাম দেওয়াটা সুন্নাত কিন্তু সালামের জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব। অর্থাৎ সালাম না দিলে কোন গুনাহ হবে না কিন্তু সালামের জবাব না দিলে সে গুনাহগার হয়ে যাবে।

আল্লাহ তায়ালার মাহবুব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেছেন " কেয়ামতের নিকটবর্তিতে সালাম দেওয়া নেওয়া প্রায়ই উঠে যাবে"।

দেখুন আজ আমরা সেই জায়গায় পৌছে গেছি। একটু ভেবে দেখুন, সালাম কিন্তু কোথাও বলে দেওয়া নেই যে কে কাকে সালাম দেবে শুধু এতটুকুই আছে যে মুসলমান মুসলমাকে সালাম দিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ ছেলে-বাবাকে, মেয়ে-মাকে, ছোট-বড়কে, জামাই শশুরকে, মুরীদ-পীরকে যেমন সালাম দিবে তেমনি বিপরীত ক্রমেও। কিন্তু বর্তমান জামানা এখন এমন এসে গেছে যে সালামের একটা দিক অর্থাৎ বাবা-ছেলেকে, মা-মেয়েকে, মুরীদ পীরকে ইত্যাদি প্রায় উটে গেছে। বড়রা ছোটদেরকে সালাম দেওয়টা যেন লজ্জার বিষয় বলে মনে করে নিয়েছে। এই সব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কেয়ামত নিকটবর্তী।

এবার দেখুন আমরা যারা আহলে সুন্নাতের সঠিক আকিদা সম্পন্ন লোক তারা অবশ্যই হুজুর পাকের প্রতি তাজীমের সহিত সালাম পাঠায় কিন্তু যারা বদ আকীদা সম্পন্ন লোক তারা এটাকে বেদাত নতুবা শিরক বলে মনে করে থাকে।

এখন আসুন একটা উদাহারণ দিয়ে বুঝে নেওয়া যাক কোনটা সঠিক। ধরুন আপনাকে দুটি ব্যক্তির নাম বলা হল এবং বলা হল ব্যক্তি নং–১ এবং ব্যক্তি নং–২ দুজনকেই আমার সালাম পৌছে দিবেন। কিন্তু আপনি বললেন দেখুন আমি ব্যক্তি নং–১ এর কাছে তো আপনার সালাম পৌছে দেব কিন্তু ব্যক্তি নং–২ এর কাছে পারব না। আমি বললাম কেন ? আপনি বললেন, তার সাথে আমার ঝগড়া বা দুষমনী আছি, আমি ওর সাথে কথা বলি না। উদাহারণ থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে যার সাথে যার মহব্বত আছে তার সাথে তার সালাম দেওয়া নেওয়া আছে। কিন্তু যার সাথে যার মহব্বত নাই এক কথাই দুষমনী আছে তাদের মধ্যে সালাম দেওয়া নেওয়ার রেওয়াজ নাই।

অতএব আহলে সুন্নাতের সাথে হুজুর পাকের মহব্বত বর্তমান বলেই আহলে সুন্নাত এর লোকেরা দাড়িয়ে তাজিম বা সম্মানের সহিত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাম প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু যারা বদ আকিদা সম্পন্ন লোক তাদের তাজিম তো দূরে থাক হুজুর পাকের প্রতি সালামের কথা শুনলেই তারা তাদের শয়তানী চেহেরা খানা ফিরিয়ে নেয়।

তাইতো আলা হযরত আহমদ রেজা খান ফাজেলে বেরলবী খুবই সুন্দর বলেছেন, "তুঝসে আউর জান্নাতসে কিয়া মতলব ওহাবী দুর হো, হাম রাসুলুল্লাহ্ কে জান্নাত রাসুলুল্লাহ কী"।
যাই হোক আমরা আহলে সুন্নাতের লোকেরা যেন কিয়ামত পর্যন্ত তাজিমের সহিত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সারাম প্রেরণ করতে পারি এবং এক অপরের প্রতি বেশি বেশি করে সালাম দেওয়া নেওয়া করতে পারি এই কামনা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বেশি বেশি করে সালাম দেওয়া নেওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

ইয়ান নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা, স্বালাওয়াতুল্লা আলায়কা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

চালাকীর ফল

গল্প

বি, ইসলাম

রমজান মাস, মুসলমানদের নিকট পবিত্র মাস রমজান। রহমতের ও মাগফেরাতের মাস রমজান। রোজা পবিত্র ইবাদত। কিন্তু কর্ম উপলক্ষে দুই সাথীকে নিয়ে চলেছে এক মুসলমান। পথ বহু দীর্ঘ। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিন সাথী এক সাথে চলেছে। মনে হচ্ছে যে তারা অন্ত রঙ্গ বন্ধু। তাদের কোন দন্দ নেই, কোন দুঃখ নেই, ক্লেশ নেই।

তিন সাথী তিন ধর্মের। একজন ইহুদী, একজন খৃষ্টান, বাকীজন মুসলমান। নেই তাদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, অবজ্ঞা, ঘৃণা। দেখে মনে হয় না যে তারা ভিন্ন ধর্ম মতে বিশ্বাসী।

চলতে চলতে দিনের শেষে তারা পৌছালো এক মুসলমান গ্রামে। রোজার মাস কোথায় উঠবে এই চিন্তা করতে করতে উঠলো এক মসজিদে। স্থির করলো রাত্রে এই গ্রামে থাকার পর সকালে আবার যাত্রা করবেন।

গ্রামের এক নেক ব্যক্তি তাদের রোজাদার মনে করে বাড়িতে ভাল ভাবে হালুয়া রান্না করে বড় একটি বাটিতে করে তাদের জন্য হালুয়া দিয়ে পাঠালেন এবং বললেন, আপনারা ইফতার করুন।

হালুয়া দর্শনে এবং তার সুগন্ধে সকলের জিবে জল এসে গেল। ইহুদী ও খিষ্টান গোপনে পরামর্শ করল এই হালুয়া আমরা খাব দুজনে। আমাদের সাথী মুসলমান রোজাদার তাকে যদি দেওয়া হয় তবে একাই সবটা শেষ করে দিবে। আর আমাদের ভাগ্যে যতসামান্যই জুটবে। সুতরাং যে কোন কৌশলে আজকের রাত্রে ইহা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। কাল সকালে সে রোজা রাখবে আর আমরা দুজনে তৃপ্তি সহকারে হালুয়া ভক্ষণ করব।

এই পরামর্শ করে মুসলমান সাথীর নিকট আলোচনা করতে লাগল, তাকে বলল, ভাই, এই উৎকৃষ্ট খাবার থেকে যাক! আমাদের নিকট যা কিছু আছে তা দিয়েই এখনকার সকলের খাবার হয়ে যাবে। এবং আজকের রাতে যে সব থেকে ভাল স্বপ্ন দর্শন করবে সেই ইহা ভক্ষণের অধিকারী হবে। যে-মত পরামর্শ সেই মত কাজ। রাত্রে তারা তাদের নিকটের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর তিনজন একত্রিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বসল যে কে কি স্বপ্ন দেখেছে? সব প্রথমে ইহুদী সাথী বলল–ভাই আমিই সর্বাপেক্ষা ভাল স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি, হযরত মুসা আলায়হিস সালাম এসেছেন। তিনি আমাকে ডাকলেন ও বললেন–তুই আমার উম্মত আমার সঙ্গে আয়। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্মানীত পাহাড় তুরে নিয়ে গেলেন। তুর পর্বত আমাকে দেখালেন। আমার মন খুশিতে ভরে উঠল, যে পর্বতে আমার নবী আল্লাহ তায়ালার সথে কথোপকথন করতেন, আল্লাহর নূর দর্শন করতেন তা আমি দর্শন করলাম। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করলাম, এমন অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে। ইহা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা উত্তম স্বপ্ন, নিজ নবীকে দেখলাম, তাঁর সঙ্গে সম্মানীত পর্বতে ভ্রমণ করলাম। সুতরাং বিচারে এই হালুয়া আমারই প্রাপ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা শোনার পর খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বলল, ভাই তোমার স্বপ্ন উত্তম কিন্তু আমি তোমার চাইতেও উত্তম স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম আমার নবী এসে আমাকে বললেন–এসো আমার উম্মত,আমার সঙ্গে এসো। তিনি আমাকে নিয়ে যে আসমানে তিনি অবস্থান করছেন সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি আসমানের সৌন্দর্য দর্শন করলোম। তুর পর্বত তো জমিনে। আমি আমার নবীর সঙ্গে গেলাম আসমানে। আমি নিজেকে ধন্য মনে করলাম। খুশিতে আমার মন আলোকিত হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে। ইহা অপেক্ষা উত্তম স্বপ্ন আর কি হতে পারে ? সুতরাং হালুয়া আমারই প্রাপ্য।

মুসলমান ব্যক্তি ইহা শ্রবণে বলল, ভাই, আমি রোজা ছিলাম, দিনে পথ চলে পরিশ্রমও হয়েছিল। ক্লান্তিতে আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার দ্বীনের নবী মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন–তুমি ঘুমিয়ে আছ ? উঠবে না ? সকাল হয়ে যাবে সাহরী করে নাও, রোজার নিয়ত করে নাও। সাহরী করা আমার সুন্নাত। আমি তাড়াতাড়ী উঠে হাত মুখ ধুয়ে হাতের কাছে কোন খাবার না পেয়ে ঐ হালুয়া খেয়ে সাহরী করে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম সকাল হয়ে গেছে।

ইহা শুনে তারা দুজনেই লাফিয়ে উঠে বলল–ভাই সত্যই কি তুমি সব হালুয়া খেয়ে নিয়েছ ? সে বলল, ভাই কি করব, সাহরী করার সময় অন্য খাবার কিছুই নাই, আমার নবী পাকেরও নির্দেশ, সুতরাং বাধ্য হয়ে তাই খেয়েই রোজা রেখেছি। তারা দুজনে ইহা শ্রবণে ও হালুয়ার বাটি দর্শনে আফশোষের নিশ্বাস ফেলতে লাগল । তারা বলল, ভাই আমাদেরকে একবার ডাকলে না, আমরাও কিছু খেতাম। সে বলল–বহু ডাকাডাকি করলাম কিন্তু তোমরা একজনে আছ তুর দর্শনে আর অন্য জন দুর আসমানে, সেখানে কেমনে পৌছবে আমার ডাক তোমাদের কর্ণে ; তাই বাধ্য হয়ে আমি একাই খেলাম। মানুষকে মানুষ মনে করাই মানুষের ধর্ম। আমার প্রয়োজন ও পছন্দ আমার ভাই এরও প্রয়োজন ও পছন্দ। (সাচ্চি হেকায়াত, মসনবী হতে)

পবিত্র কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তর্জমা–

"কানজুল ইমান"

মূল অণুবাদক—আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হি রহমা

এখন বাংলা, ইংরেজী ও উর্দ্দুতে পাওয়া যাচ্ছে

সুন্নী জগৎ পত্রিকার সাফল্য কামনা করি– আসুন আলাপ করি–**9733527526**

আপনার কষ্টার্জিত টাকা সুরক্ষিত স্থানে বিনিয়োগ করুন–

ICICI PRUDENTIAL Life Insurance

ভারত সরকার ও IRDA অনুমদিত, ট্যাক্স বাঁচাবার হাতিয়ার

*এ্যাডভাজার–***মোঃ মিজানুল হক**

নশীপুর মসজিদ মোড়, নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতাবলী

জেহাদ সময়
মহঃ ফারুক হোসাইন

ফাঁদ পেতে মানুষ ধরছে–
জেহাদ সময় উত্তর- পশ্চিম আকাশে।
বুকে বুকে এখন সময় ঘড়িতে–
ক্যামেরার লেন্সে লাদেনের মুখ।
রোজ ভোরে মানুষের শেষ রক্ত বিন্দু–
গোগ্রাসে বুশ চুষছে।
আকাশে আকাশে হুয় লাপ
বিধ্বংশী বোমারু বিমানের মহড়ায়।
ইরাকের মুসাফির প্রতি নিয়ত নামাজের ওয়াক্তে–
দুহাত তুলে শান্তি চায়।
বাণিচার ফোটা গোলাপে শুধু–
তরতাজা রক্ত বিন্দু কম্পন করে।
ফুলের কাটাই ভীষণ তীক্ষ্ণ হচ্ছে–
নির্ঘাত জেহাদ সময়।

বিরহাতুর
মাজরুল ইসলাম

বসন্তগড়ের গুহা থেকে ডেকেছো আমাকে
অমগ্ন কি স্বপ্নাবিষ্ট ঘুমে।
সেইখানে তোমাকে খুজতে
যেতে যেতে আমার পায়ে হুল বিঁধেছিল
সে কি ভীষন পুলকালাপ।
এই ফুলের মালা দিয়ে
সেই দিন জড়িয়ে ধরেছিল নিখিল শরীর।
ডানা কাটা পরীটি আমার উল্লাস,
গভীর বসন্তের দীর্ঘ নিঃশ্বাস।
তুমি কয়েকদিন কোন মোবাইলে ম্যাসেজ লেখোনি
এই বিকেল জল গড়েনি অশ্রুজলের শেকড়ে
তাহলে কি বুঝব–
পদ্ম পাতার জলের মত আমার ষষ্ঠীর বাটা
গড়িয়ে পড়ে যায় ! অথবা,
সেই দিনের ডাক ছিল একটি নিঃশব্দ আঘাত
এখন এপারে নৈঃসঙ্গ্য, নিরর্থক বেঁচে থাকা দিনযাপন

বলার আগে
মাজরুল ইসলাম

আমার কাছে বলার আগে
কিছু কিছু দ্রব্যাদি নিতে হবে, যেমন–
গ্রহণ যোগ্য সাদা চাদর, এক গোলা হাসি
আর কিছু কাব্য, কাগজপত্র,
যা তোমার ঠোটের সাথে এঁটে থাকবে প্রতিনিয়ত

আমার কাছে বলার আগে অবশ্যই
কিছু কিছু জিনিস পত্র পেলে আসতে হবে, যেমন–
দাঁড়কাকের মত কর্কশ মুখ, কয়েকটা মুখোশ
কথার ফোঁড়.....আরো ক... কি

বলাই বাহুল্য গ্রহণে কি অগ্রহণে কোন অসুবিধা
আমার হয় না।

প্রকৃতই যেটা অসুবিধে, তাহলো তোমার
মুখ থেকে আসে গন্ধক চূর্ণ, আর
শাস্ত্রবচনের পোশাক পরা কিছু ম্লেচ্ছনিবহ
যারা ইতি বাচকের আগে
ধবধবে চাদরের গর্ভে ফেলে আসে মন্দ রতিবীজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাকে খুঁজি

মহঃ ফারুক হোসাইন

মরুর ধুলি থেকে তোমাকে খুঁজি
আমি মদিনার খেজুর বনে।
দিবানিশি আমি তোমাকে অনুভব করি,
দেহের অঙ্গে অঙ্গে হৃদয়ের কম্পনে।
আমি মুগ্ধ হয়েছি দেখে
তোমার উজ্জ্বল নূর।
আমি মগ্ন হয়েছি শুনে
খোদার গুন মুগ্ধ সুর ॥
আমি পূর্ণতা পাই
তোমার আদর্শ পরশে।
তোমাকে খুঁজি আমি–
সুদূর মক্কা থেকে মদিনার তপ্ত বাতাসে ॥

নিঃশব্দ ঘাতক

মাজরুল ইসলাম

লক্ষী কি অলক্ষী আমি চাই না কোন কিছুই
শুধু চাই বাঁচতে।
মরা গাঙে আসবে নতুন জোয়ার
তার জন্য জপেছো কতনা গানের কলি
অমুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, ঝাঁজালো জলের প্রপাত–
ভারী মৌলগুলো ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে
না কি ভারী বাতাস পা রাখে ক্লোরোফিলের মাথায়।
দিনের আকাশ অন্ধকার– অক্সিজেনের ক্যানসার।
বুক ভরে শ্বাস নেবার জো নেই
তুলসী তলার পাশে বিছানো আমাদের সংসার।
কেউ কেউ উন্নয়ণ বলে জানে, যাকে–
তার গুনের বিচার হয় না
এবার নয়া চরের দিকে
মীমাংসা খঁজতে কুনো ব্যঙ এর কাছে পাঠ নেব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ শতাব্দির মুহাদ্দিদ

বাদশাহ আলমগীর

মোহাঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ– হযরত আলমগীর আলায়হির রহমা ১৫ই জিলকদ ১২২৭ হিজরী মোতাবেক ৩রা নভেম্বর ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের ওয়া ওহাদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হযরত আওরঙ্গজেব, পিতা–শাহাবুদ্দিন শাহজাহান, পিতা–নূরউদ্দিন জাহাঙ্গীর, পিতা–বাদশাহ আকবর, পিতা– নাসিরুদ্দিন হুমায়ন, পিতা–জহিরুদ্দিন বাবর। সকলেই ভারতবর্ষের মোঘল সম্রাট ছিলেন। তাঁর মাতা মমতাজ বেগমের কবরের উপর বাদশাহ শাহজাহান প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তৈরী করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত তাজমহল। যা আজও বিশ্ববাসীর নিকট বিশ্ময় । সপ্তমাশ্চার্যের অন্যতম।

*বাল্যকাল ও শিক্ষা ঃ–*হযরত আলমগীর তৎকালীন সুবিখ্যাত আলেমগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আরবী, ফারসী, হিন্দী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তুর্কি ভাষাও তিনি জানতেন। সে সময় এর বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আহমদ জায়উন রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর উসতাদ ছিলেন। মোগল বাদশাহদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনিই কোরআন পাকের হাফেজ ছিলেন। দ্বীনি শিক্ষা লাভ করার পর তিনি সামরিক শিক্ষাও লাভ করেন। তিনি অত্যান্ত সাহসী, নির্ভীক, বুদ্ধিমান এবং বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে তিনি এক মত্ত হস্তির সাথে মোকাবিলা করে নিজেকে রক্ষা করেন।

কর্মজীবন ঃ– বাল্যকাল হতেই তিনি নামাজ রোজা শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন। অ-ইসলামীক কর্ম হতে সব সময় দূরে থাকতেন। বাদশাহ শাহজাহান একবার তাকে সেনাপতি করে বলখ পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন সেনাবাহিনী সমেত সেখানে পৌছিলেন তখন বলখের বাদশাহ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলা করার জন্য উপস্থিত হলেন। ১২৫৬ হিজরী ২৪শে রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৯ই জুন ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ চলতে চলতে যখন জোহরের নামাজের সময় হল সে সময় শাহজাদা আওরঙ্গজেব যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হতে অবতরণ করে নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেনাদের মধ্যেও একে একে তাঁর সঙ্গে নামাজে সামিল হয়ে নামাজ আদায় করেতে লাগলেন। চারিদিকে তোপ ও তলওয়ার চলতে ছিল। এই অবস্থাতেও স্থির চিত্তে একে একে ফরজ, সুন্নাত, নফল নামাজ আদায় করতে লাগলেন। এই দৃশ্য দর্শন করে বলখের সেনাপতি আব্দুল আজিজ খাঁর মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি তার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আলমগীর যে রকম ব্যক্তিত্ব পূর্ন ও ধার্মিক পুরুষ তাতে তার সাথে যুদ্ধ করা মানে নিজেদের ধংশকে ডেকে নিয়ে আসা। তারপর তিনি সন্ধির প্রস্তাব প্রদান করে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটালেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাদশাহ শাহজাহানের চার জন পুত্র ছিলেন, দারাশিকো, হযরত আওরঙ্গজেব, সুজা এবং মুরাদ। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, সাহসী, জ্ঞানী ও ধার্মিক ছিলেন হযরত আওরঙ্গজেব। ইসলামী শরীয়তের তিনি একনিষ্ঠ পাবন্দ ছিলেন। চার ভাই এর মধ্যে বড় ছিলেন দারাসশিকো কিন্তু ভীরু, হিংসুক, অলস ও কর্ম বিমুখ ছিলেন। মুসলমান হয়েও ইসলামী শরীয়তের দুষমনদের সঙ্গে তার মেলামেশা ও বন্ধুত্ব ছিল। বিধর্মীদের সঙ্গে থেকে সঙ্গ দোষে নামাজ রোজা ও শরীয়ত পালন করতেন না। অন্য ভাইগণও আওরঙ্গজেবের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করত। বাদশাহ শাহজাহানের অসুস্থতার সময় যখন দারাশিকো বাদশাহী কর্ম তত্বাবধানের কাজে নিয়জিত ছিলেন সেই সময় তাঁকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার ও হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়ায় আওরঙ্গজেব তাদের কুট চক্রান্ত হতে মুক্তিলাভ করেন।

২৪শে মাহে রমজান ১২৬৮ হিজরী মোতাবেক ২৫শে জুন ১৬৫৮ খৃঃ তিনি মোগল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং আলমগীর উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। ক্ষমতা লাভের পর মদ, ও অইসলামিক নাচ গান, বাজনা, সুদ, জুয়া,ইত্যাদি বন্ধ করে দেন। তিনি নিজে অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করে ও জন কল্যানে নিজেকে সর্বদা নিয়জিত রেখে এক অসামান্য উদাহারণ স্থাপন করেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের শাসন ও বিচার ব্যাবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সু-বিচার পায় তার ব্যাবস্থা তিনি গ্রহণ করেন। প্রজা স্বার্থে বহু কর তিনি লাঘব অথবা মাফ করে দেন। যাতায়াতের সুব্যবস্থা ও হেফাজতের এবং ব্যাবসা বাণিজ্যের সু ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হন। তার আমলে বিচার ব্যবস্থা এতই কঠোর ছিল যে মানুষ অন্যায় করতে সাহসী হত না। বাঘ ও বকরী এক ঘাটে পানি পান করলেও কেহ কাহারও প্রতি হামলা করার হিম্মত রাখত না।

তিনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভুমিকা গ্রহণ করেন। বহু মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর জমি দান করেন। শিক্ষক মন্ডলীর জন্য সরকারী বেতনের ব্যবস্থা করেন। অভাবী অত্যাচারিতদের জন্য তার দ্বার সর্বদা খোলা থাকত। এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন, স্বয়ং বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রিবর্গ, দরবারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ সহ সকল অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সর্বপেক্ষা নিম্ন পদস্থ ও হীন আবেদনকারীর জন্যও তাঁর আদালত ছিল সর্বদা উন্মুক্ত। তিনি এমন মহান সম্রাট ছিলেন যে গরিবের উপর অত্যাচারকে তিনি কখনই উপেক্ষা করেন নি। (মোঘল যুগের শেষ বিচার, আবু জাফর, ৭১ পৃষ্ঠ্যা) তাঁর সম্পর্কে অন্যায় অবিচারের কোন প্রমানই পেশ করা যাবে না। No act of injustice has been proved against him. বরং তাকে ন্যায় বিচারের মহা সমৃদ্র বলা হয়েছে। (ভারতের ইতিহাস, এলফিন স্টোন)

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে মুসলমান সহ সকল ধর্মের লোক শান্তিতে বসবাস করতেন। তাঁর রাজত্ব কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে এর প্রমান তৎকালীন কোন ঐতিহাসিক এর বর্ণনায় পাওয়া যায়নি বা কেউ দেখাতে পারবে না।

তিনি যেমন বহু মসজিদ তৈরী করেছেন তেমনি বহু মন্দিরও তৈরী করেছেন। মন্দিরের জন্য বৃত্তি ও ভূমি দান করেছেন। চিত্রকুট রামঘাটের উত্তরে বালাজী বা বিষ্ণু মন্দিরে আজও লেখা আছে সম্রাট আরঙ্গজেব এর নির্মিত বালাজী মন্দির। তিনি ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক পুরুষ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সকল মানুষকেই তিনি ভালবাসতেন ও বিপদে সাহায্য করতেন। যোগ্যতা অনুসারে সকল ধর্মের লোককেই রাজকার্য্যে ও সাম্রাজ্যের উচ্চ পদে নিযুক্ত করে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সাম্রাজ্য পরিচালনার কাজে তিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতম লোকেদের নিয়োজিত করতেন এবং তাদের উপর নির্ভর করে তার আমলের সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। যার উদাহারণ, হিন্দু রাজা জয়সিংহ কে তিনি সেনানায়কের সম্মান দেন শুধু তাই নয় তিনি ঘোষনা করেন এখন হতে সেনা নিয়োগ, পদউন্নতি, পদাবনতি, রসদ ও তোপ, সন্ধি ইত্যাদি সমক্ষে জয় সিংহের হুকুমই তামিল করা হবে। (আওরঙ্গজেবের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ইসলাম) এমন কোন বিভাগ ছিল না যেখানে তিনি হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন নাই। রাজস্ব বিভাগে মুন্সির পদগুলিতে হিন্দুদের একাধিপত্য ছিল। Most of the Munsis were Hindus and the proportion rapidly increased. The Hindus had made a monoply of the ranks of the Revenue department. (S.N. Sarkar.)

তাঁর মত উদার ও ধর্মপরায়ন বাদশাহ ভারতের ইতিহাসে দূর্লভ। কোন কোন ব্যক্তি হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে তাকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে প্রচার করে। ইহা উদ্দেশ্য প্রনোদীত। ধর্মীয় কারণে কোন বিধর্মীর প্রতি বা তাদের উপসনালয়ের প্রতি অত্যাচার বা ধংশ করেছেন এমন কোন নজির ইতিহাসে নেই।

বাদশাহ আলমগীর সমগ্র ভারতবর্ষের বাদশাহ। তাঁর সাম্রাজ্য বহুদুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সমগ্র হিন্দুস্থান ছাড়াও আফগানিস্থান, তিব্বত, তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত হয়েছিল। বিশাল সাম্রাজ্যের একছত্র বাদশাহ। ধনভাণ্ডার তার পদতলে কিন্তু তিনি নিজে খুবই সাধারণ ভাবে ফকিরের মত জীবনযাপন করতেন। নিজের প্রয়োজনে রাজ কোষ হতে এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না। তিনি মনে করতেন ইহা প্রজাদের সম্পদ যা প্রজা কল্যানেই ব্যবহৃত হবে, তিনি তার হেফাজতকারী মাত্র।

রাজকায্য পরিচালনার পর অবসর সময়ে তিনি টুপি সেলাই এবং কোরআন শরীফ নকল করে বিক্রয় করার পর যে অর্থ পেতেন তাই দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষন চালাতেন। তাঁর ইন্তে কালের সময় তিনি অসিয়ত করে যান যে তিনি টুপি সেলাই করে চার টাকা দুই আনা আজপর্যন্ত সঞ্চয় করেছেন তা দিয়ে যেন তাঁর কাফন কেনা হয়। আরতিন শত পাঁচ টাকা কোরআন শরীফ নকল করে সঞ্চয় করেছেন তা যেন গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বের সময় বহু মাসজিদ তৈরী হয় এবং ইসলামী নিয়ম অণুসারে বিচারের জন্য তিনি মুফতী ও কাজী নিয়োগ করেন। তিনি দ্বীনি শিক্ষার সু-বন্দোবস্ত করেন। দ্বীন ইসলামকে একটি মূল্যবান বিখ্যাত কিতাব দান করেন তা হচ্ছে ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী। এই অমূল্য কিতাব পৃথিবীতে নির্ভর যোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব হিসাবে গৃহিত হয়েছে। এই কিতাব প্রণয়নের জন্য তিনি পাঁচশত আলেম ও মুফতীকে নিযুক্ত করেন। বাদশার দরবার হতে তাদের বেতন প্রদান করা হত। দীর্ঘ আট বৎসরের আক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে এই কিতাব লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়। ইহার জন্য তৎকালীন প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ হয়।

ইন্তেকাল ও মাজার ঃ– দীর্ঘ কর্মক্যান্ত জীবন অতিবাহিত করে ৯১ বৎসর বয়সে আহম্মদনগরে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৭০৭ খৃঃ মোতাবেক ২৭শে জি'কদাহ শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর অসিয়ত অণুসারে মহারাষ্ট্রের খুলতাবাদে তাঁর উস্তাদের দরগাহে তাকে দাফন করা হয়। এই বৎসর ২৭শে জিকাদাহ ৮ই ডিসেম্বার ২০০৭ খৃষ্টাব্দ ছিল তিন শত বৎসর পূর্তি। এক লাখেরও বেশী মানুষ তাঁর ইন্তেকালের ৩০০ বৎসর পূতিতে তাঁর মাজার শরীফের নিকট উপস্থিত হন এবং ফাতেহা পাঠ করেন। কয়েক হাজার দরিদ্র মানুষকে দুপুরের খাবার প্রদান করা হয়। এই দরগাহে তাঁর সহস্ত লিখিত একখানি কোরআন বর্তমান শরীফ রয়েছে।

চরিত্র ঃ– বাদশাহ আলমগীর দীর্ঘ ৫০ বৎসর অত্যান্ত দক্ষতার সাথে তার সাম্রাজ্য শাসন করেন। ১৭০৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতাপ ছিল বিশ্বের বিস্ময়। তিনি একাধারে পবিত্র কোরআনের হাফেজ, আলেম, সূফী, দরবেশ এবং ওলী ছিলেন। অপর পক্ষে তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক এবং বৈজ্ঞানিক। তাঁর রচিত বিভিন্ন চিঠি পত্র সমাজ জ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র, শরীয়াত, মারেফাত প্রভৃতি জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি একজন বহু ভাষাবীদ পণ্ডিত ছিলেন।

শরীয়তের বাস্তব প্রয়োগে নামাজ, জেকের, আজফার ইত্যাদি উপাসনা সমন্বয় আর কোন সম্রাটের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর সুদীর্ঘ শাসনের চেয়ে বড় কীর্তি হল "ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী প্রণয়ন। তিনি যদি জীবনে একটিও ভাল কাজ না করতেন তাহলেও বিশ্ব মুসলীম মানসে ইহার কারণে শ্রদ্ধার আসনে অজয় থাকতেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন–And yet this king was one of the greatest rulers of Asia in inlligence, character, and enterprise. তিনি ছিলেন একনিষ্ট ধার্মিক পুরুষ। কোরআন হাদীসের নির্দেশ ও বিশ্বনবীর পবিত্র আদর্শ তিনি অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত করেছেন। জীবনের কর্মক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর ধর্মীয় চরিত্র ও অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি জিন্দাপীর। আর ভারতবর্ষে ইসলামে যে সব কুসংস্কার, খারাপী, প্রবেশ করেছিল ইসলামের মৌলিকতা নষ্ট হচ্ছিল তিনি তার কর্ম, চরিত্র ও লিখনী দ্বারা পুনরজীবিত করেন। তাই তিনি সংস্কারক অর্থাৎ মুজাদ্দিদ। রাহমতুল্লাহি আলায়হি। কবিগুরু তার চরিত্র ও শিক্ষার মর্যদায় লিখেছেন–

"সত্যই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর"

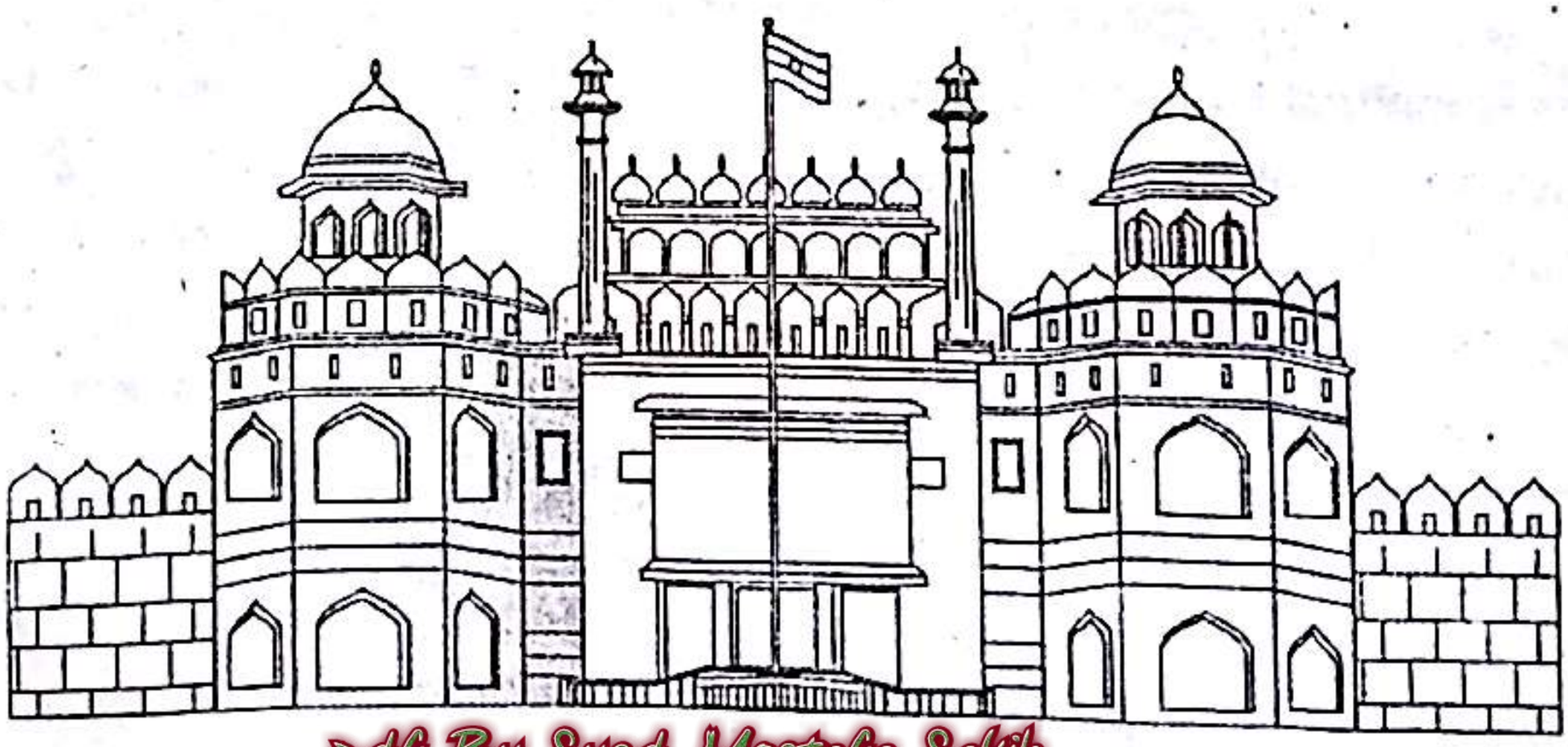

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী (খলিফায়ে রায়হান রেজা খান)

দোয়ার শেষে বাহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ পড়া প্রসঙ্গে।

আজকাল কিছু ইসলামের দুষমন প্রকাশিত হয়েছে তারা অনেক চক্রান্ত সহ বলতে আরম্ভ করেছে যে দোয়ার শেষে বাহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ পড়া জায়েজ নয়। যে কলেমা পড়ে ও বিশ্বাস করে আমরা মুসলমান, সেই পবিত্র বাক্যের উপর ইহা তাদের হস্তক্ষেপ।

ইসলামী শরীয়তকে বুঝতে হলে চারটি দলিলের প্রয়োজন, কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, ইজমা ও কিয়াস। নুরুল আনোয়ার, ওসুলে সাসিতে লেখা আছে শরীয়তের ওসুল চারটি। হযরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, শরীয়তের ওসুল চারটি। যারা ইহা জানবে না তারা গোমরাহ জিন্দিক। শরীয়তের কোন দলিল হতে দোয়ার শেষে বাহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ পড়া না জায়েজ এই কথা কেউ কিয়ামত পর্যন্ত প্রমান করতে পারবে না।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে জায়েজ এবং দোওয়া কবুল হওয়ার ওসিলা। পবিত্র কোরআনে, তফসীরে, হাদীস পাকে এবং আইম্মায়ে কেরাম গণের মতে মুনাজাতের শেষে পবিত্র বাকা কলেমা পড়া জায়েজ। বর্তমান সময়ে ওহাবী, দেওবন্দী, ইলিয়াসি তাবলিগ জামাত মুনাজাতের শেষে কলেমা পড়া কে শিরক, বিদয়াত ও নাজাযেজ বলছে। আসলে ইহারাই নয়া সৃষ্টি বেদাতী গোমরাহি দল। ইহারা মানুষকে পথ ভ্রষ্ট বিপথগামী ঐক্য বিনষ্ট করতে নতুন নতুন মাসলার প্রচলন করছে। শরীফতে ইহার কোন প্রমান নাই। সুতরাং দোয়ার শেষে কলেমা পড়া জায়েজ। কোরআন শরীফ সূরা বাকারা আয়াত ৩৭ –"অতঃপর, আদম আলায়হিস সাল্লাম নিজের রবের নিকট কিছু কলেমা শিখে নিলেন অতঃপর আল্লাহ তাঁর তওবা কবুল করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তওবা কবুল কারী, দয়ালু।" তাফসীরে নাঈমী ১ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা, তাফসীরে জিয়াউল কোরআন, তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান, উক্ত আয়াতের তফসীরে লিখেছে, যখন আদম আলায়হিস সাল্লাম পেরেশানীর শেষ সীমায় পৌঁছালেন তখন তাঁর স্মরণ হল যে যখন তাঁর সৃষ্টি হয় তখন আরশে আজমের উপর দেখেছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ। তিনি উপলব্ধি করলেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে সেই উন্নত মর্যদা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি, যা হযরত মহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র নাম স্বীয় বরকত ময় নামের সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব তিনি (আদম আলায়হিস সাল্লাম) স্বীয় প্রার্থনায় "রাব্বানা জালামনা .....শেষ পর্যন্ত এর সঙ্গে পাঠ করলেন–"আস্আলুকা বিহাক্কি মুহাম্মাদিন আন তাগফেরলি"। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার নিকট হযরত মহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর অসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হযরত ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এ বাক্যের উল্লেখ আছে – "আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা...." অর্থাৎ হে রব আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দা হযরত মহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মহা মর্যদার অসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার উত্তর আসল, হে আদম তুমি মর্যাদাপূর্ণ শাহানশাহ কে কি ভাবে চিনলে ? তখন আদম আলায়হিস সালাম তাঁর সৃষ্টির পর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন আল্লাহতায়ালা বললেন, তিনি আমার মাহবুব তিনি সমস্ত পয়গম্বরের শেষে আসবেন এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে হবেন যদি তিনি না হতেন তাহলে তোমাকে সৃষ্টি করা হত না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে তখনই ক্ষমা করলেন।

উল্লিখিত তফসীর হতে বোঝা গেল মুনাজাতের শেষে কলেমা বাহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়া জায়েজ।

তফসীরে আজিজ তে লেখা আছে যে আদম আলায়হিস সালাম ওজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে এই কলেমা পাঠ করে দোওয়া করে ছিলেন। তফসীরে নাঈমী, আললামা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন ১ম পারা ২৯৮ পৃষ্ঠ্যা লিখিত আছে, উল্লিখিত আয়াত হতে জানা যায়– ১) আল্লাহ তায়ালার প্রিয় জনেরওসিলায় দোওয়া চাওয়া আল্লাহর নিকট জায়েজ এবং আদম আলায়হিস সালামের সুন্নাত।

২) কোন ইবাদত নবীপাকের অসিলা ছাড়া কবুল হবে না। আদম আলায়হিস সালামের দোওয়া তিন শত বৎসর নবীপাকের বিনা অসিলায় কবুল হয় নাই।

৩) দোওয়াতে বাহাক্ক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়া জায়েজ এবং তাতে অনেক উপকার।

খাসায়েসে কোবরা ঃ–আশশাইখ ইমাম আল্লামা হাফিজ আবুল ফজল জালালুদ্দিন সিউতী শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ইন্তেকাল ৯১১ হিজরী) প্রথম খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠ্যায় লিখেছেন–হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর খাতায়ে ইজতাদী হওয়ার পর এ ভাবে দোওয়া করলেন– ইয়া রাব্বি হাক্কি মুহাম্মাদিন.....সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোওয়া কবুল করলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন নবী আলায়হিস সাল্লামকে কি ভাবে চিনতে পারলে ? উত্তরে হযরত আদম আলায়হিস সালাম বললেন–যখন আমার দেহ সৃষ্টি করে রুহ ফুঁকিলেন তখন মাথা উঠিয়ে আমি দেখলাম আরশের উপর লেখা আছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ তখন আমি বুঝতে পারলাম আপনার পবিত্র নামের সঙ্গে যার নাম তিনি নিঃসন্দেহে আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা বললেন–সত্যই বলেছ যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সৃষ্টি না করতাম তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

সুতরাং হাদীস পাক হতে বোঝা গেল দোওয়ার শেষে কলেমা পড়া জায়েজ এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

হাকিম বায়হাকী তিবরানী সাগির কেতাবের মধ্যেও ইহা উল্লিখিত আছে। আবু নুয়াইম এবং ইবনে আসাকার ফারুকে আজম হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসাকার হযরত কাব আহবার ও হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অণুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বাক্কার সিদ্দিকি, ফারুক আযম, ওসমান জিননুরাইন এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম গণের হতে ইহা বর্ণিত আছে মাওয়াইবে লাদুন্নিয়া কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠ্যায় উল্লেখ আছে হযরত আদম আলায়হিস সালাম বলেছেন–বাহাক্কী মোহাম্মাদীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু ওহাবী দেওবন্দীগণ চোখ হতে শয়তানী চশমা না খুললে সত্য দেখতে পাবে না। বর্তমান মুফতী আজম সাহেব দামানে মুস্তাফা কেতাবের শেষে ১৭৬ পৃষ্ঠ্যায় লিখেছেন যে, দোওয়ার শেষে বাহাক্কি লা ইলাহাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পড়া জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দী ওহাবীদের কেতাবেও দোওয়ার শেষে কলেমা পড়া দরুদ শরীফ পড়া জায়েজ লিখা আছে। দেওবন্দী মাওলানা কাসেম নানুতুবি তাহাজিরুন্নাস কেতাবের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে কলেমা একবার নয় এক লক্ষ পঁচাত্তর বার পড়ার কথা উল্লেখ আছে। হযরত জোনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহি আলায়হির এক মুরিদ এর চেহেরা বিষাদ দেখায় জিজ্ঞাসা করলেন, তখন সে বলল–আমার মাকে দোযখে দেখেছি। তিনি বললেন–এক লাখ পচাত্তর হাজার বার কলেমা পড়ে তার সওয়াব তার মায়ের রুহে পৌছাবে। তারপর সে উক্ত আমল করে সওয়াব রেসানীর পর দেখল তার মা জান্নাতে। ইহাতে বোঝা যায় কলেমা পড়ার সওয়াব মাগফেরাতের ওয়াদা আছে।

দেওবন্দী মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তার নাশরুত্তীব কিতাবের ২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী আলায়হিস সাল্লামের নামে দরুদ শরীফ ও সালাম না পড়বে দোওয়া কবুল হবে না। যেমন আল্লাহুম্মা সাল্লেয়ালা সাইয়েদেনা ও মাওলানা মোহাম্মাদ, ওয়ালা আলে সাইয়েদেনা মাওলানা মোহাম্মাদীন ও বারিকও সাল্লিম। ইহা অপেক্ষা আর বড় রহমতের দোওয়া আর কোন দোওয়া নাই। দোওয়ার শেষে নবীপাকের নাম নিলে যদি শেরেক হয় তবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী হবে বড় মুশরেক হবে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী নাশরুতত্বীব কিতাবের ২৪৮ পৃষ্ঠায় কিভাবে দোওয়া করেছে তা বর্ণিত আছে। ভাল ভাবে ওজু করে দুই রাকায়াত নামাজ পড়ে এই ভাবে দোওয়া করেছে, হে আল্লাহ আপনার নিকট দরখাস্ত করছি, আপনার নিকট হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মনে প্রাণে অসিলা গ্রহণ করে। ইয়া রাসলাল্লাহ রহমতের নবী আপনার অসিলা নিয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার শাফায়াত খোদা কবুল করুন।

তাবলিগী জামাতের কিতাব "ফাজায়েলে আমল" ৩য় খন্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা দোয়ার শেষে কলেমা পড়া নবীপাকের নাম গ্রহণ করা দরুদ পড়া লেখা আছে। কলেমা সমন্ধে বা দোয়ার শেষে বাহাক্কী লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসুলাল্লাহ পড়া জায়েজ ইহা বিস্তারিত ভাবে লিখলে বিরাট পুস্তক হয়ে যাবে সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা পত্রিকাতে দেওয়া হল। আসলে দোওয়ার শেষে কলেমা পড়া জায়েজ, জায়েজ, জায়েজ।

নবীকে সালাম দেওয়া জায়েজ

নবীকে সালাম দেওয়া ইয়া নবী সাল্লামু আলায়কা বলা জায়েজ। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে সালাম দেওয়া কেবল মাত্র জায়েজ নয় বরং বিশেষ জরুরী এবং ইয়া নবী সালাম আলায়কা ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা ইয়া হাবীব সালাম আলায়কা পড়াও নিঃসন্দেহে জায়েজ। কেয়ামে ইহা পড়া না-জায়েজ ইহা পৃথিবীর কোন কেতাব হতে প্রমাণ করতে কেউ পারবে না। যে সমস্ত বই পুস্তকে ইয়া নবী সালাম আলায়কা বলে সালাম পড়া উল্লেখ আছে তার সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হল।

১) দেওবন্দ ভারত হতে প্রকাশিত বাংলা বোখারী শরীফ। ২০৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ইয়া নবী সাল্লাম আলায়কা ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা ইয়া হাবীব সালাম আলায়কা।

২) নুজহাতুল মুসলেমিন ২১৪ পৃষ্ঠা ৩) সালামে রাজা ৪৮ পৃষ্ঠা ৪) বাংলা মিলাদে মোস্তাফা ১২৫ পৃষ্ঠা ৫) বিশ্বনবী ৪২৮ পৃষ্ঠা ৬) মিলাদে আকবর ৩৮ পৃষ্ঠা ৭) নাসিমুর রিয়াদ ৩য় খন্ড ৩৮৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি কেতাবে এই ভাবে সালাম পড়া লিখিত আছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেয়াম করা জায়েজ

নবী পাকের সম্মানে ক্বেয়াম করা ক্বেয়ামে সালাম পড়া জায়েজ এবং কোন বোর্জগনে দ্বীনের সম্মানেও দাঁড়ান জায়েজ ঃ

নিম্ন লিখিত কেতাবে তার প্রমান পাওয়া যায় (১) বোখারী শরীফ, ২য় খন্ড. ৯২৬ পৃষ্ঠ্যা (২) মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠ্যা (৩) শেফা শরীফ ১২৮.১২৯.১৩৭.১৪৮.১৪৯.১৫১.১৫৩.১৫৪. ১৫৫ পৃষ্ঠ্যা। (৪) ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ১২ খন্ড ৫২ পৃষ্ঠ্যা হতে ৯০ পর্যন্ত (৫) ফাতাওয়ায়ে শামী ৯ম খন্ড ৫৫১ পৃষ্ঠ্যা (৬) ফাতাওয়ায়ে মালেকুল উলামা ৪৩৪ পৃষ্ঠ্যা (৭) ফাতাওয়ায়ে এরশাদিয়া ৮৯ পৃষ্ঠ্যা (৮) ফাতাওয়ায়ে আজমালিয়া ২৮৫ পৃষ্ঠ্যা (৯) ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৮৪. ৮৬ পৃষ্ঠ্যা (১০) ফাতাওয়ায়ে সাদরুল আফাজিল ২৪৬. ২৪৭ পৃষ্ঠ্যা (১১) তাফসীরে সাবী ২৬৮. ২৬৯ পৃষ্ঠ্যা (১২) তাফসীরে জালালাইন ৩৫৭ পৃষ্ঠ্যা (১৩) তাফসীরে নুরুল ইরফান ৬৭৯ পৃষ্ঠ্যা (১৪) মিরাতুল মানাজিহ ২য় খন্ড ৩৭৫ পৃষ্ঠ্যা. ৬ষ্ঠ খন্ড ৪২. ৪৩ পৃষ্ঠ্যা (১৫) আনওয়ারে আহমদী ১১৩, ১১৮ পৃষ্ঠ্যা (১৬) মাজমুওয়ায়ে খায়রুল বয়ান ৩১ পৃষ্ঠ্যা (১৭) জাশনে মিলাদুন্নাবী ৩৫ পৃষ্ঠ্যা (১৮) মিলাদুন্নাবী ৪৫ পৃষ্ঠ্যা ১৯) মাউলুদে বারজান্নী ২০ পৃষ্ঠ্যা (২০) ইসবাউল কালাম ৫৩ পৃষ্ঠ্যা (২১) ফাজায়েলে আমল ৩য় ফাজায়েলে হজ্জ ১৪৩ প্রভৃতি আরও অগণিত পুস্তকে কেয়াম করা জায়েজ লেখা আছে। কেয়াম করা জায়েজ মুস্তাহাসান অনেক নেকীর কর্ম ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ১২ খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠ্যা মিলাদ শরীফে কেয়াম করা মুস্তাহাব, সুন্নাত এবং ওয়াজিব ও আছে। দেওবন্দীদের কেতাবেও কেয়াম করা জায়েজ লেখা আছে। মওলানা আশরাফ আলী থানবীর ইমদাদুল মুস্তাফা ১১০, ১১১ পৃষ্ঠ্যা শুমাইয়ে ইমদাদিয়া ৭৫,৭১,১০৪ পৃষ্ঠ্যা. হুসাইন আহম্মেদ টন্ডবী পোন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত কেয়াম করত। আনফাসে কুদ্দিয়া ১৬৫ পৃষ্ঠ্যা হাজী ইমদাদুল্লাহ মাহাজারে মাক্কি বলেছেন কেয়াম করতে খুব লাজ্জাত পাই, হাফস মসলা ৫ পৃষ্ঠ্যা. তাজিমে দ্বীনদার কো খাড়া হোনা দোরস্ত হ্যায় হাদীসসে সাবিত হ্যায় ফাতাওয়ায়ে রাশিদিয়া ৪৫৯ পৃষ্ঠ্যা সুতরাং মিলাদ শরীফে কেয়াম করা জায়েজ এবং কেয়াম অবস্থায় ইয়া নবী সালাম আলায়কা ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা বলা জায়েজ। দেওবন্দী সম্প্রদায়গণ মিথ্যাবাদী নিলর্জ্জ । কোন বাহাসে পরাজিত হলেও বলে বেড়ায় যে তারা জিতেছে। তারা বলে যে আমরা কোরআন হাদীস ছাড়া কিছু মানি না। কিন্তু ফেকাহের কথা পবিত্র কোরআনেই আছে। তারা ইমাম আযম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলায়কেও মান্য করে না। তারা জ্ঞান হীন ঈমান হারা।

হাজীর নাযির নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার দয়ায় যেখানে ইচ্ছা হাজির হতে পারেন এবং দেখতেও পান। মিলাদ মহফিলে, জালসাতে, বাড়ীতে, মাসজিদে, মাঠে, ময়দানে, সমুদ্রে, আরশে ফারশে, জমিন, আসমানে, সর্বত্র হাজির হওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছেন।

পবিত্র কোরআন ২২ পারা সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫,৪৬, হে অদৃষ্যের সংবাদদাতা (নবী) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত পর্যবেক্ষণ কারী (হাজির নাযির) করে সংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী রূপে"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাজির নাযীর এর আরও প্রমান– তাফসীরে সাবী ৩য় খন্ড ২৬৩ পৃষ্ঠ্যা, তফসীরে জালালাইন ৩৫৫ পৃষ্ঠ্যা, তফসীরে নাসাফী ৩০৭ পৃষ্ঠ্যা. তফসীরে নুরুল ইরফান ২৭৬ পৃষ্ঠ্যা, তফসীরে জিয়াউল কোরআন, ফাতাওয়ায়ে ইউরোপ ৯৭,৯৮ পৃষ্ঠ্যা, জিকরে জামিল ১০০ পৃষ্ঠ্যা, ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ২৭৪ পৃষ্ঠ্যা, ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ১২ খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠ্যা, নাসিমুর রিয়াদ ৪৬৪ পৃষ্ঠ্যা। দেওবন্দীদের কেতাবেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাজির নাযির তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুমাইমে ইমদাদিয়া ৭৫ পৃষ্ঠ্যা, আনফাসে কুদসিয়া ২১৫ পৃষ্ঠ্যা, ফুয়ুজে কাসেমিয়া ৫৫,৫৬ পৃষ্ঠ্যা, নাসরুত ত্বীব ৭৮ পৃষ্ঠ্যা, আরওয়াহে সালাসা ২৯১ পৃষ্ঠ্যা প্রভৃতি।

সবে বরাতে হালুয়া খাওয়া

হালুয়া খাওয়া জায়েজ বরং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দ। ইহা বৎসরের যে কোন দিন খাওয়া জায়েজ সুতরাং সবেবরাতের দিন খাওয়াও নিঃসন্দেহে জায়েজ। ইহার নাজায়েজ হওয়ার কোন দলীল নাই। ফায়সালায়ে হাফাত মসলা ৭ পৃষ্ঠ্যা, ইসলামী বিশ্ব কোষ ২১৪ পৃষ্ঠ্যা, ফাতাওয়ায়ে সাদরুল আফাজিল ২৩৬ পৃষ্ঠ্যা প্রভৃতি কেতাবে প্রমানিত আছে। ফাতাওয়ারে রাজাবিয়া ১১ খন্ড ৭১ পৃষ্ঠ্যা গিয়ারভী শরীফ সবেবরাতের হালুয়া খাওয়া, মহরমের খিঁচুড়ি কারবালার শহীদদের উদ্দেশ্যে সরবত পান করানো জায়েজ ইহাকে ভুল বলা নিষেধ করা অবশ্যই ওহাবীদের মত। ইহাকে ভুল বলা নিষেধ।

নুরানী কায়েদা পড়া নাজায়েজ।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানে বা মক্তবে দেওবন্দী তাবলীগি ওহাবী সম্প্রদায়ের মৌলবীগণ সুপরিকল্পিত ভাবে ওহাবী মতবাদ প্রচারের লক্ষে মৌলবী রমজান সাহেব সংকলিত নুরানী কায়েদা নামক একখানী কায়েদা বাচ্চা ছেলে মেয়েকে আ-বা-তা– সা করে পড়িয়ে সমাজে ফেতনার সৃষ্টি করেছে। ওহাবী সাহায্য পুষ্ট এই কর্মে প্রতি মাসে ৩০০, ৪০০ টাকা অথবা আরও বেশী টাকার বিনিময়ে কৌশলে ওহাবী মত প্রচার করছে। এই ভাবে ওহাবী মত বিশ্বে প্রচারের জন্য নাজদী ওহাবী সৌদি সরকার কোটি কোটি রিয়াল খরচ করছে। বিবিসি রেডিও ও ২০০৭ খৃষ্টাব্দে হজ্জের সময়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে যে সৌদি ওহাবী সরকার ওহাবী মত প্রচারের জন্য বিশ্বে ৪৫টি সংস্থা খুলে রেখেছে এবং তাতে কোটি কোটি রিয়াল খরচ করছে। কোথাও মসজিদ মাদ্রাসা কোরবানী পশু, নলকুপের নামে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে খরচ করছে।

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের অতীত ও বর্তমনের ক্বারীগণ দ্বোয়াদ পড়েছেন কিন্তু নুরানী কায়দার ৬ পৃষ্ঠ্যায় দ্বোয়াদ এর উচ্চারণ 'য-দ' লিখেছে। দ্বোয়দ এর স্থলে য-দ পড়লে তার নামাজ বাতিল হয়ে যায় এবং ইহা পড়া নিষিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে বাগদাদী কায়েদা বা ইস্‌সারনাল কোরআন পড়া হয় তা নিঃসন্দেহে জায়েজ। ক্বারীউল কেতাবের ১০৯ পৃষ্ঠ্যায় আরবী অক্ষর গুলির উচ্চারণ আলিফ, বে, তে, সে উচ্চরণ করেছে। পৃথিবীতে বর্তমানে ওহাবী ফেতনার সৃষ্টিকারী মোল্লা মৌলবীগণ টাকা পয়সার লোভে স্বলফে সালেহীন গণের মত ও পথকে ত্যাগ করে আ, বা, তা, সা,করে নতুন ফেতনার সৃষ্টি করছে। সেই সকল জ্ঞানী বিদ্বানগণ হতে কি এই ফেতনাবাজ মৌলবীগণই বেশী জ্ঞানী ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের জনগণের প্রতি আহ্বান যে তারা যেন নুরানী কায়েদা না পড়ান বা যেখানে পড়ানো হচ্ছে সেখান হতে ছেলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে বাগদাদী. কায়েদা বা ইস্‌সারনাসা কোরআন পড়ান।

হুগলীর ফুরফুরা দরবার শরীফ হতে মোঃ ইব্রাহিম সিদ্দিকী সাহেব "ওহাবী কেৎনার বিস্তার হইতে সাবধান" নামক একটি হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করেছেন। তাতে নুরানী কায়েদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ইহা পড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, "সন্তান সন্ততীদের নুরানী কায়েদা পড়াবেন না। ইহারা দ্বোয়াদ কে য-দ পড়াই এবং ওহাবী কেতনা কে সমর্থন করে। এবং ইহাদের মাদ্রাসায় কোন সাহায্য দেবেন না।"

জানা অজানা

সর্বপ্রথম

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মোজাদ্দেদী

- সর্বপ্রথম হযরত আদম আলায়হিস সালাম ও হাওয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হজ পালন করেন।
- সর্বপ্রথম জার্রা হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম তৈরী করেন।
- সর্বপ্রথম বাদশাহ মানসুর হুজুরে আকরাম আলায়হিস সালামের রওজা শরীফের উপর পবিত্র গুম্বাজ তৈরী করান।
- সর্বপ্রথম পৃথিবীতে খেজুর গাছ এসেছে।
- সর্বপ্রথম ইসলামের পথে হযরত সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা (আম্মার বিন ইয়াসার এর মা) শহীদ হন।
- সর্বপ্রথম নবীপাকের পক্ষ হতে লিখিত মুক্তিনামা সুরকা বিন মালেককে দেওয়া হয়েছিল।
- সর্বপ্রথম ইসলামিক ইতিহাসে কাগজ পত্রের উপর শিল মোহর ব্যবহার ১লা মহরম ৭ হিজরীতে হয়।
- সর্বপ্রথম বাদশাহ গণের মধ্যে ইসমাহা ইবনুল জবর (হাবশের বাদশাহ) ইসলাম গ্রহণ করেন।
- সর্বপ্রথম কাবা ঘরে ইসলামের কালেমা উচ্চারী সাহাবী হযরত আবু জর গাফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু।
- সর্বপ্রথম কাবাগৃহে নামাজ পড়া আরম্ভ হয় হযরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণের পর।
- সর্বপ্রথম ইসলামীক ইতিহাসে কুব্বা মাসজিদ তৈরী করা হয়।
- সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন হাবশের বাদশাহ নাজ্জাশী।
- সর্বপ্রথম হযরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মানুষ গণনা (আদম সুমারী) শুরু করেন।
- সর্বপ্রথম ইসলামিক ইতিহাসে সেনাবাহিনী, পুলিশ, এবং জেলখানার ব্যবস্থাপনা হযরত ওমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রচলন করেন।
- সর্বপ্রথম জুম্মার নামাজ হুজুরের ইমামতিতে ১২ই রবিউল আওয়াল ১লা হিজরী বানী সালিমদের এলাকাতে পড়া হয়। (সংগৃহীত–মহানামায়ে আলা হাজরাত এপ্রিল–২০০১)

স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লামা ফজলে রাসুল বাদায়ুনী

মূল অণুবাদ–মাওলানা আনিস আহমদ, ঘুসী, ইউ,পি,

অনুবাদ– মুফতী জোবায়ের হোসাইন মোজাদ্দেদী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল ভয়ানক এবং বিপদ সঙ্কুল ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে আগুন জ্বলছিল। সুশোভিত ও শষ্য শ্যামলা ভারতবর্ষ হয়েছিল বারুদের স্তুপ। বেদনাদায়ক চিৎকারে ও হৃদয় বিদারক আওয়াজে সংগ্রামীদের ধ্বনীতে জমীন আসমান প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সংগ্রামীদের ফায়ারিং এবং ইংরেজদের ভয়ানক তোপের আওয়াজে দেশের মাটি কম্পিত হচ্ছিল। প্রতি এলাকায় প্রতি মহল্লায় মৃত্যু মানুষের লাশ দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল। বড়ো বড়ো কুঁয়া নাবালিকা এবং নারীদের মৃত্যু দেহে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেবল মাত্র দিল্লিই নয় প্রত্যেক বিখ্যাত শহর গুলোতে মৃত্যু মানুষ এবং ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত মানুষ অবস্থা আরও ভয়ানক করে দিয়েছিল। দেশের প্রত্যেক কোণায় সংগ্রামীদের আত্নীয় স্বজনের বেদনার্ত চিৎকার দেশকে ভারাক্রান্ত করে দিয়েছিল।

কিন্তু সময় সময় কিছু অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রতি এমন কিছু তথ্য প্রকাশিত হয় যা চিন্তা ভাবনা ও কল্পনাও করা যায় না। যেমন দেওবন্দী আলেমগণ সমন্ধে বলা হয় যে তারা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভীষন ভাবে লড়াই করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, কারাবরণের কষ্ট সহ্য করেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু দেওবন্দীগণ এই ব্যপারে লিখিত প্রমাণ দিতে পারবে না। বরং তারা ইংরেজদের সহযোগিতা করে তাদের বেতনভূক্ত কর্মচারী হিসাবে সহায়তা করেছে। তারাই আবার আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী এবং আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের বড় বড় আলেমগণ কে ইংরেজদের বেতনধারী এবং তাদের তাবেদার প্রমান করার ঘৃণিত ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে চলেছে।

তার প্রধান কারণ ইহাই যে যখন দেওবন্দী গুরু মৌলভী ইসমাইল দেহলবী "তাকবিয়াতুল ইমান" পুস্তক লিখে। তার প্রস্তক কেবল মুত্র আক্রমনাত্বকই ছিল না বরং জুমহুর উলামাগণের আকিদা বা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল যেমন–শাফায়াতকে অস্বীকার, মালিক ও মুখতার নবীকে সম্পূর্ণ ভাবে দুর্বল মনে করা, তাঁর সম্মান কেবল মাত্র বড় ভাই এর মত করা, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর মাটিতে পচে সড়ে মিশে গেছে মনে করা এবং শেষ নবীর পরে আবার নবী পয়দা হওয়া সম্ভব মনে করা ইত্যাদি আলোচনা। ইহা প্রমানিত হওয়ার পর ভরতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এই পরিস্থিতিতে রাসুল প্রেমিকদের চুপচাপ থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে। সেই পরিস্থিতিতে আল্লামা ফজলে হক ফারুকী এবং আল্লামা ফাজলে রাসুল উসমানী কোমর বেঁধে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এবং তাহাকিকুল ফাতাওয়া, সায়ফুল জাব্বার, বাওয়ায়েকে মুহাম্মাদীয়া লিখে দুষমনদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করলেন। সঠিক দলীল প্রমান সহকারে তাদের বিরুদ্ধ মতের খন্ডন করে সুন্নী সহিউল আকিদার মসলাকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা উচ্চ স্তরের পূর্ণতারই প্রমাণ। এই মহা সংগ্রামী দের ইহাই অপরাধ যে তাঁরা দেওবন্দীদের আসল চেহেরা খুলে দিয়েছিলেন যার কারণে আজও তারা এই উলামাদের ক্ষমা করতে পারে নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামায়াতে ইসলামী হিন্দের পত্রিকা "দাওয়াত" যা নিউ দিল্লি হতে প্রকাশিত গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ "বরতনাবী সাম রাজ কা ওফাদার আউর থে" শিরোনামে এক লিখনী প্রকাশ করে যাতে আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী ও অন্যান্য আহলে সুন্নাত এর বড়ো বড়ো আলেমগণকে ব্রিটিশ সরকারের তাবেদার প্রমান করার ভিত্তি হীন ও ঘৃনিত অপচেষ্ট করেছে। ইহা ছাড়াও উত্তর প্রদেশের মুসীর এক ফেতনা সৃষ্টিকারী দেওবন্দী মৌলভী ইস্রাইল নিয়াজী "জালজালায়ে কিয়ামত" নামক পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠ্যায় লিখেছে যে ঐ সময়ের কথা যখন মাওলানা আব্দুল কাদির নিজ ফাজলে রাসুল বাদায়ুনীর স্থলাভিষিক্ত নিজ পিতার জায়গায় ইংরেজদের নিকট হতে মাসিক ২৬০ টাকা আদায় করে ওহাবীদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। দেওবন্দী মৌলভী ইস্রাইল সাহেব ইহা দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী ইংরেজদের নিকট হতে বেতন নিত এবং এই সিলসিলা তাঁর মৃত্যুর পরেও জারী ছিল। কতবড় মিথ্যা কথা । চোরের মায়ের বড় গলা। নিজের দোষ ঢাকতে পরের উপর দোষ চাপা।

কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে তার বিপরীত। ইতিহাস স্বাক্ষ্য যে ওসমানী বংশ প্রত্যেক সময়কালেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে! স্বাধীনতা সংগ্রামে যেখানে অন্যান্য শহরের নাম আসে সেখানে বাদায়ুনীর নাম আসে। সেই শহরে সংগ্রামীদের তালিকার শিরোনামে যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ওসমানী বংশের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব আল্লামা ফাজলে ওসমানী ও ফায়েজ আহমদ ওসমানী।
আল্লামর জন্ম ও শিক্ষা ঃ– আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনীর জন্ম ১২১৩ হিজরীতে। নিজ পিতা মাওলানা শাহিদ আব্দুল হামিদ বাদায়ুনীর নিকট আরবী ব্যাকরণের সারাফ্ শিক্ষা করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ এসে আল্লামা নুরুল হক ফারিঙ্গী মহল্লীর নিকট দ্বীনের ও হেকমতের জ্ঞান সমূহ পূর্ণ করেন। তাহাউফের জ্ঞান নিজ পিতার নিকট হতে লাভ করেন। তার পর তিনি তাঁর পূর্ণ জীবন শিক্ষা দানে এবং দ্বীনের প্রচার কর্মে ব্যয় করেন। আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী যে ওসমানী খানদান ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন চালিয়ে ছিল তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। মুফতী মোঃ আউজ ওসমানী সর্ব প্রথম সংগ্রামকারী মুজাহিদ ছিলেন। তিনি রুহেল খন্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের পতাকা উত্তোলন করেন এবং বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। মুফতী মোঃ আউজের সময়কালে হাফিজ রহমান খাঁ শহীদ হন এবং নওয়াবান উদ্ধরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৮০১৪ খৃঃ তাহা আবার ইংরেজগণ অধিকার করে নেয়। ১৮১২ খৃঃ রেগুলেশন এ্যাক্ট এর ১৬ ধারা ইংরেজ সরকার হাউস ট্যাক্স আইন বেরেলী হতে ঘোষনা করে। বেরেলী অধিবাসীদের মধ্যে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়.' এই আন্দোলনে সর্ব শ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করে। সকলে মুফতী মোঃ আউজকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেন। মুফতী সাহেব নেতৃত্ব গ্রহণ করে কালেক্টারের সম্মুখে তথ্যসহ অভিযোগ পেশ করেন। কালেকটর ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। সে সময় যাতাযাতের দ্রুতগামী কোন যানবাহন এর ব্যবস্থা ছিল না, মাত্র দুই দিনের মধ্যে নিকটবর্তী এলাাক যেমন পিলিভিত, রামপুর, আনুলা, সারদরী, শেরগড়, শাহজাহানপুর প্রভৃতি স্থান হতে প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী আন্দোলনকারী মুজাহিদ মুফতী আউজ এর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে যায়। অগ্নিগর্ভ অবস্থা দর্শনে শহরের কোতোয়াল ১৬ই এপ্রিল ১৮১৬ গুলি চালনার হুকুম প্রদান করেন। অনেক মানুষ শহীদ হয়ে যান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী সাহেব তার লোকজন নিয়ে শহর থেকে দূরে হোসাইন বাগে একত্রিত হলেন এবং ২১শে এপ্রিল ভীষন ভাবে মোকাবিলা হয়। কাপ্টেন কাননগহম এর নেতৃত্বে মোরাদাবাদ হতে তাজাকামাক গিয়ে আন্দোলন কারীদের পরাজয় হয়। বহু মানুষ হতাহত হন। মুফতী সাহেব কোন রকমে টোঁঙ্গ চলে যান। কিন্তু মানুষের অন্তরে তিনি এ রকম জাগরণ সৃষ্টি করলেন যে দেশ বিদেশীদের দখলে চলে গেছে, ওদের কৃষ্টি কালচার এখন ধ্বংশের মুখে। এজন্য তাদের গোলামী শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলা জরুরী। মুফতী মোঃ আউজের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে এ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাদায়ুনে ১৯শে মে ১৮৫৭ খৃঃ প্রথম আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে বানাওর ঠাকুরগণ ইউসফ আলী এবং অন্যান্য মুসলমানদের হত্যা করে। তার ফলে সমস্ত শহরে হত্যালিলা ও ধ্বংশ ক্রীয়া শুরু হয়ে যায়। এই অবস্থা দর্শনে আল্লামা ফাজলে রাসুল বাদায়ুনী নিজ জীবনকে উৎসর্গ করে মানুষের জান ও মালের ধ্বংশ লীলা বন্ধ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ ২৫শে জুন বাদায়ুনে প্রকাশিত পত্রিকা "হাসিবুল আখবার" ইহা প্রকাশ করে যে আল্লামা সুফি হযরত ফাজলে রাসুল এর ব্যবস্থাপনায় বিশেষ বিরাট কোন দুর্ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতি হতে মুনুষ বেঁচে যায়। তিনি জীবনকে হাতে নিয়ে মানুষের নিকট গিয়ে তাদের ধ্বংশ লীলা হতে বাঁচিয়েছেন।

সেই সময় বাদায়ুনে বাহাদূর খাঁ এর অধিনে চলে আসেন এবং আল্লামা ফাজলে রাসুল তার সাহায্য করেন। জানুয়ারী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তার ভাগ্নে মাওলানা ফায়েজ আহমদ ওসমানী বাদাউন আসেন। তিনি সাধারণ জনগনের মধ্যে স্বাদীনতা লাভের স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া প্রদান করেন।

যার ফলে বাদায়ুনের মুসলমানগণ কাকরালা এর লড়াই এ জীবন উৎসর্গ করেন এবং প্রায় এক হাজার মুজাহেদীন শহীদ হন। আল্লামা ফাজলে রাসুল আলিমে ফাজিল, আবিদ, জাহিদ,উচ্চাকাঙ্খি দূরদর্শী, ওলি হওয়া স্বত্তেও যখন দেশ ও দ্বীনের (ধর্মের) শত্রুদের মোকাবিলা করার বিষয় আসল তখন তখন তসবিহ মুসাল্লাহ ছেড়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মাওলানা ফায়েজ আহমদ ওসমানী যিনি ইংরেজদের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিলেন তিনি এই খান্দানেরই ছিলেন। আগ্রাতে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরনবী এবং ফিনডারের মধ্যে যে মোনাজারা হয় সেই সময়মোনাজিরে আহলে সুন্নাত এর সাহায্য কারী হিসাবে ফায়েজ আহমদ ওসমানী ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লি, আগ্রা, কানপুর, লক্ষৌ বাদায়ুন, শাহজাহানপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। আল্লামা ফাজলে হক খয়রাবাদী জুম্মার নামাজের পর দিল্লির জুম্মা মাসজিদে জিহাদের যে ফাতাওয়া ঘোষনা করেন তাতে মাওলানা ফায়েজ আহমদ ওসামানীর ও স্বাক্ষ্য ছিল। আল্লামা ফাজলে রাসুল এর পৌত্র মাওলানা আব্দুল কাদির বাদায়নী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশেষ সৈনিক ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় রাজনিতীতে পূর্ণ ভাবে অংশ গ্রহণ করেচিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিশেষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মাওলানা আব্দুল বারী ফারেঙ্গী মহাল্লী ও মাওলানা সাইয়েদ ফাজলুল হাসান তার বিশেষ সাথী ছিলেন। আব্দুল ওয়লীর সঙ্গে সারহাদ এলাকা পরিদর্শন করেন যার উদ্বোধনী ভাষন তিনি প্রদান করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা ছাড়াও মাওলানা মাজিদ ওসমানী, মাওলানা হামিদ উসমানী ইংরেজ রাজত্ব পতনের জন্য সারা দেশে বিচরণ করেন।

১৮১০খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কিন্তু তবুও পরিকল্পিত ভাবে তাদেরকে ইংরেজদের বেতনভূক স্বদেশ বিরোধী বলা হয়েছে। যারা সমস্ত জীবন ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাদের খাদ্য ভক্ষণ কারী দাওয়াত গ্রহণ কারী মোঘলসাম্রাজ্যের ইসলামী রাজত্বকে ধ্বংশ করতে ইংরেজদের সাহায্যকারী যারা মৃত্যু পর্যন্ত ইংরেজকে ন্যায়পরায়ন সরকার মান্যকারী তারাই আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে পরিচিত হচ্ছে। সাইয়েদ আহমদ ও ইসমাইল দেহলবী গুরু শিষ্য দুজনেই ইংরেজদের কর্মকে নিজেদের কর্ম মনে করত এবং ইংরেজদের সঙ্গে নিজেদের আন্তরিক সম্পর্কের কথা নিজেদের বক্তৃতার মধ্যেও বার বার ঘোষনা করেছে।

মির্জা হায়াত দেহলবী লিখেছেন–(হায়াতে ত্বায়েবা, পৃঃ ২৯৬)কলিকাতায় যখন মৌলবী ইসমাইল দেহলবী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল এবং শিখ সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা দিতেছিল এই মুহূর্তে একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– আপনি কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া দিচ্ছেন না ? মৌলবী ইসমাইল দেহলবী তার কথার জবাব দিলেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। তার প্রথম কারণ এই যে আমরা তার প্রজা, দ্বিতীয় কারণ তারা আমাদের ধর্মীয় নিয়মাবলী আদায় করতে সামান্য: হস্তক্ষেপ করে না। তাদের রাজত্বে আমরা সব দিক হতে স্বাধীন। বরং যদি তাদের প্রতি কেউ আক্রমন করে তবে মুসলমানদের জন্য ফরজ যে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। নিজেদের গর্ভরমেণ্ট এর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

উপরের রিখিত উদ্ধৃতি থেকে ইহার সত্যতা প্রমানিত হয় যে, তারাই অর্থাৎ ইসমাইল দেহলবী ও সাইয়েদ আহমদ মিষ্য গুরুগণ এবং তাদের অণুসারী দেওবন্দী সম্প্রদায় ইংরেজদো দালাল এবং বেতনধারী এজণ্টে। মুফতী মোঃ আউজ ওসমানী এবং অন্যান্য আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের উলামাগণের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলতেছিল এবং মুসলমানদের মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগরিত হয়েছিল ইহার কারণে ইংরেজদের খাস রাজধানী কোলকাতায় মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর প্রকাশ্য সমাবেশে একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতাওয়া প্রদান করা হবে না। যদিও আন্দোলনের কেন্দ্র ইউ, পি, ছিল কিন্তু তার বিস্তৃতি বাংলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষে যারা প্রথম শ্রেণীর স্বাদেশ বিরোধী, মাতৃভূমী বিদেশীদের হাতে বিক্রয়কারী, প্রথম শ্রেণীর প্রথমে খাড়া করার উপযুক্ত তারাই সাইয়েদ আহমদ ও ইসমাইল দেহলবী। আর যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারীর জিহাদের পতাকা উত্তোলন কারী তালিকা তৈরী করা হয় তবে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মতাবলম্বী মুফতী মোঃ আউজ উসমানী, মাওলানা ফায়েজ আহমদ উসমানী, মাওলানা ফজলে রাসুল উসমানী এবং মাওলানা ফজলে হক খায়রাবন্দীর নাম শীর্ষস্থানে বিরাজমান হবে। মাওলানা ফাজলে হক খায়রাবন্দী মাতৃভূমি হেত দূরবর্তী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দেশান্তরী হওয়া ধর্ম ও মাতৃভূমি পেমিক এবং শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার প্রকাশ্য দলিল।

সৌজন্যে– সেহমাহী "আমজাদীয়া" খুসী, ইউ, পি, অক্টোবর, নভেম্বার, ডিসেম্বার ২০০৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

খবরা খবর

ইসলাম জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরলোক গমন

গত ১৯শে রজব ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩রা আগষ্ট ২০০৭ সাল শুক্রবার মাজহারে মুফতী আযম হিন্দ আল্লামা তাহাসিন রেজা খাঁ মহারাষ্ট্রের শহর চাঁদপুর থেকে নাগপুর যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন) তাঁর সঙ্গে মুফতী আযম হিন্দের জামাই মাওলানা জাহির রেজা খাঁও ইন্তেকাল করেন এবং মাওলানা ইরফানুল হক গুরুতর আহত অবস্থায় নাগপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। হুজুর সাদরুল উলামা আল্লামা তাহাসিন রেজা খাঁর ইন্তেকালের সংবাদে ইসলামী দুনিয়ায় শোকের ছায় নেমে আসে। বিদ্যুতের ন্যায় এই শোক সংবাদ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আহলে সুন্নত ওয়া জামায়াতের প্রতিটি মানুষ শোকে স্তব্ধ হয়ে যান। অণুভব করতে থাকেন সুন্নী দুনিয়ার এই রকম আলেম বোজর্গ দ্বীনদার পরহেজগার ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি আজ তাদের পরিত্যাগ করে পর দুনিয়ায় গমন করলেন।

৪ঠা আগষ্ট' ০৭ তাঁর দেহকে বিমানে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর দিল্লি হতে গাড়ীতে করে বেরেলী শরীফ আনা হয়। তাঁর বাসভবন বেরেলী। পুরাতন শহর কাঁকরটোলা মহল্লায় মানুষের অন্তিম দর্শনের জন্য তাঁর দেহ রাখা হয়। সেখানে দলে দলে ভক্তগণ এসে তাঁর জিয়ারত করেন।

৫ই আগষ্ট '০৭ রবিবার জোহরের নামাজের পর তাঁর জানাজার নামাজ ইসলামিয়া ইন্টার কলেজ মাঠে লক্ষ্যাধিক নানুষের উপস্থিতিতে অণুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাজা নামাজের ইমামতি করেন জানেসিনে মুফতী আজম হিন্দ হযরত আল্লামা আখতার রেজা খাঁন কেবালা আজহারী সাহেব। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত আলেম, উলামা. মুফতী এবং সাধারণ মানুষের সমাগমে কলেজ মাঠ এবং আশে পাশে তিল ধারণের কোন জায়গা ফাঁকা ছিল না। শুধু মানুষ আর মানুষ। জামাতে উত্তর প্রদেশ বিধান সভার মুসলমান সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন বেরেলী শহরে ছিল অঘোষিত বন্ধ।

৭ই আগষ্ট ০৭ খানকায়ে আলীয়া রাজাবিয়াতে খাস ফাতেহা আনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন মসজিদ ও মহল্লায় তাঁর ফাতেহা পাঠ করা হয়। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে তাঁর জন্য ফাতেহা খানী এবং সওয়াব রেসানীর অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যায়।. এবং তাঁর মহা মূল্যবান জীবনের আলোচনা হতে থাকে।

আল্লামা তাহাসিন রেজা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ মোতাবিক ১৩৪৮ হিজরীতে বেরেলী শরীফ সাওদাগিরান মহল্লায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত এর ভাই আল্লামা হাসান রেজা খাঁর পৌত্র (পোতা) এবং আল্লামা হাসনাইন রেজা খাঁর মেজো সাহেবজাদা। হুজুর মুফতী আযম হিন্দ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ওরসে রেজবীর সময় তাকে খেলাফত ও ইজাজত প্রদান করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে মুহাদ্দিস আযম পাকিস্থান আল্লামা সরদার আহমদ এর নিকট হাদীসের সনদ গ্রহণ করেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত ফয়সালাবাদে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে দারুল উলুম মানজারে ইসলাম এবং ১৯৮২তে জামিয়া নুরীয়া বেরেলীতে হেড মোদার্‌রেশ হিসাবে নিযুক্ত হিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি কেবল মাত্র দেশেই ছিল না তাঁর সুখ্যাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত যেমন, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, বাংলাদেশ, পাকিস্থান প্রভৃতিতে বিস্তৃত হয়েছিল। বড় বড় ইসলামী কনফারেন্সে তিনি অংশ গ্রহণ করে নবীপাকের জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করেছেন। তিনি খুব নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছিলেন। হাদীস কোরআনের জ্ঞান ছাড়াও তিনি একজন কবি ছিলেন। দেশ বিদেশে তার লাখ লাখ মুরিদ-ভক্ত ও ছাত্র বর্তমান। অগণিত তাঁর খলিফা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র, আলিম, মুফতী এবং মুহাদ্দিস বর্তমান।

আল্লামা তাহাসিন রেজা খাঁ আলায়হিও রহমার ইন্তেকালে ইসলামী দুনিয়া ব্যাথিত ও শোকাচ্ছন্ন। তিনি মাসলাকে আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের যে খেদমত করেছেন মানুষ তাকে কখনও ভুলবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মাগফেরাত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করেন। আমিন।

মুফতী মোঃ ইসমাইল।

দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়ীর আলোকচিত্র

جلئے حادثہ پر گاڑی پلٹنے کی حالت اس طرح تھی۔

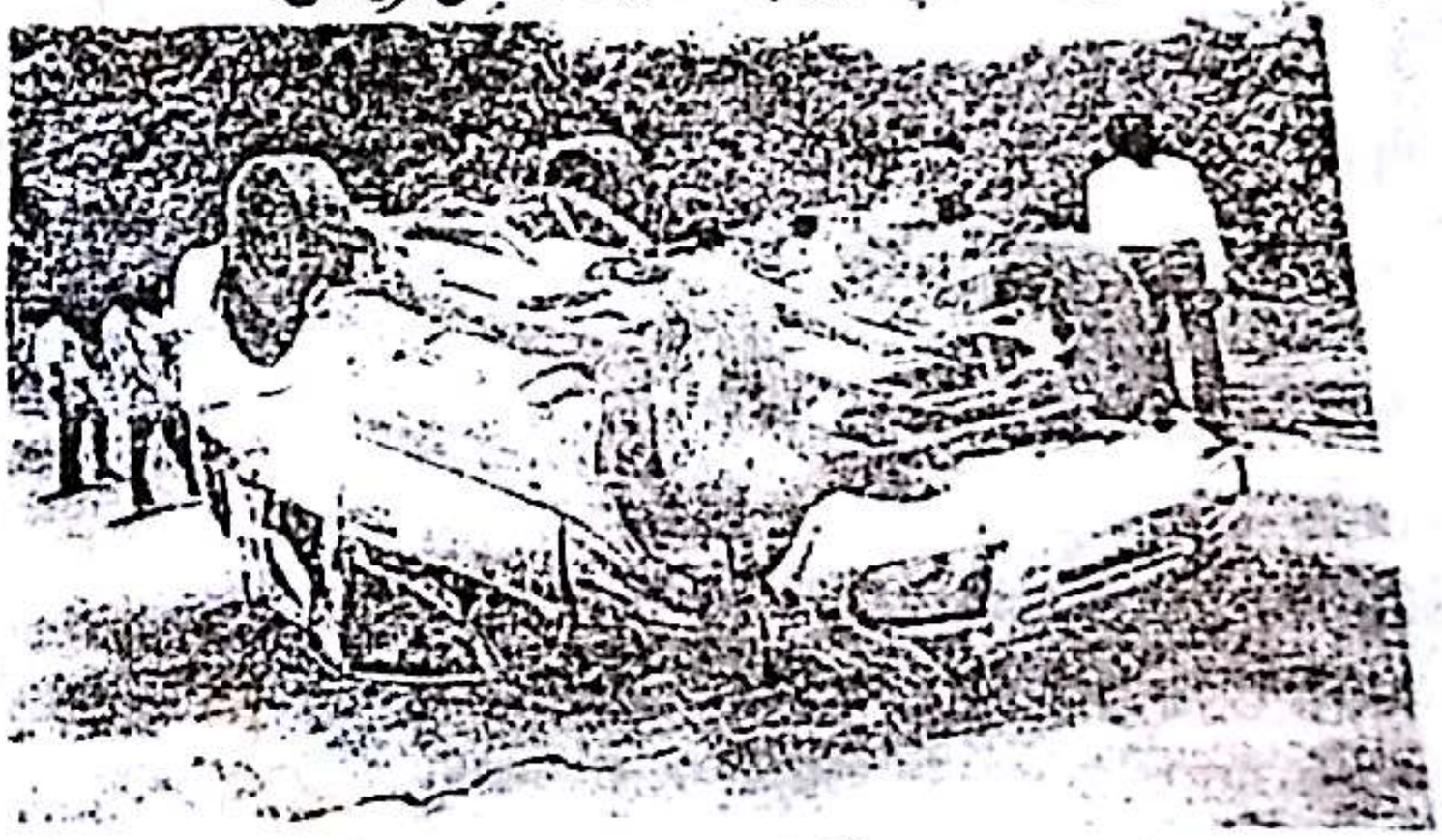

মোনাজারায় দেওবন্দীদের পরাজয়

গত ০১/১১/২০০৭ তারিখ হরিহরপাড়া থানায় একটি মোনাজারা অনুষ্ঠিত হয়। এই থানার সদানন্দপুর গ্রামে সুন্নী হানাফী মাজহাবের লোকের বসবাস। নয়া কিছু নতুন মতের দেওবন্দী লোক গ্রামে ইসলামী কর্ম নিয়ে দন্দের সৃষ্টি করে এবং ঝামেলা মিমাংসার জন্য দুপক্ষই থানার আশ্রয় গ্রহণ করে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার গ্রামের ঝামেলা মিমাংসার জন্য দুই পক্ষকেই তাদের মাওলানা সহ ১/১২/২০০৭ তারিখ আহ্বান করেন। সর্বস্থলে ধোঁকাবাজী করাই দেওবন্দীগণের স্বভাব। থানাতে এসেও তারা শর্তবলীর কাগজের চাতুরির আশ্রয় নেয় এবং মিমাংসার পরেও বিভিন্ন কৌশলে প্রপাগান্ডা চালাতে থাকে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার সমস্ত শুনে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সদানন্দপুরে যে ভাবে সুন্নী হানাফীগণ ধর্মকাজ পালন করতেন সে ভাবেই করবেন। নতুন মতের দেওবন্দীগণের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ইহারা দন্দ সৃষ্টিকারী। অতঃপর দেশে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু চোর নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। চোরের মায়ের বড় গলা। দেওবন্দীগণ বিভিন্ন এলাকায় এখনও মিথ্যা কথা বলে বিভিন্ন কৌশল ও প্রপাগাণ্ডা করে ঝামেলা বাধিয়ে বেড়াচ্ছে। ইহাদের হতে সাবধান। ইহারা ধর্মের নামে অধর্ম, ঐক্যের নামে বিভেদ সৃষ্টিকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
২) সুরতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) দারুল উলুম আশরাফিয়া–সর্দারপাড়া, সমসপুর, উত্তর দিনাজপুর
৪) ডাঃ আসাদুজ্জামান (বাচ্চু)– সমসপুরবাজার, হিমতাবাদ, উত্তরদিনাজপুর
৫) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৬) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বিরভুম।
৭) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৮) কারীমি বুক ডিপো–নিউ মার্কট, কালিয়াচক, মালদা।
৯) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
১০) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১১) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,মুর্শিদাবাদ
১২)মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–নলহাটী, বীরভুম।
১৩) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা,
১৪) মাদ্রাসায়ে এম,আর, দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্তী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৬) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৮) মাওলানা নুরুল ইসলাম–ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
১৯) মুফতী নিয়াজ আহমদ, কুলী, মুর্শিদাবাদ

আল্লাহ পাকের দয়ায় ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ায় এবং আপনাদের ভালবাসায় ছাপার কাজে পরিচিত প্রতিষ্ঠান–

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স

কম্পিউটার ডিজাইন ও লেটার প্রেসে যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় ❋ নশীপুর বালাগাছি ❋ মুর্শিদাবাদ
আসুন আলাপ করি ফোনে–9733527526

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-4, ISUE No -1 ❋ February - 2008

Editor- Md. Badrul Islam Muzaddadi

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 12.00 Only

❋ সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় ❋

❖ ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।

❖ লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❖ বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

❖ প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।

❖ বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক-সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ-নশীপুর বালাগাছি ❁ থানা-ভগবানগোলা ❁ জেলা-মুর্শিদাবাদ

পিন নং-৭৪২১৬৯ ❁ ফোন নং-(০৩৪৮৩) ২৪২১৭৭

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi

pdf By Syed Mostafa Sakib